ইয়াসির আরাফাতের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল

সারে-জমিন

হাইস্কুলে শিক্ষককে মারধরের ভিডিও ভাইরাল

রূপসী বাংলা

আদিনা মসজিদ বিতর্কের পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি

সম্পাদকীয়

মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাহজাদী

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১২ ফাল্গুন ১৪৩০
১৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

রাঁচিতে ইংলিশ স্পিনে অস্বস্তির মুখে ভারত

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 54 ■ Daily APONZONE ■ 25 February 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রশ্ন ফাঁসের জেরে যোগী রাজ্যে পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

আপনজন ডেস্ক: প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সদ্য অনুষ্ঠিত পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। রাজ্য সরকার স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযোগের তদন্তের কথাও ঘোষণা করেছে। গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই নিয়োগ পরীক্ষার। ৪৮ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী ছিল। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, তথ্যের ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষা করা হবে এবং ইউপিএসআরটিসি বাসগুলি পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে যাবে।
প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কংগ্রেস নেতা বাহুল গান্ধি বলেছেন, ছাত্র শক্তি ও যুব ঐক্যের বড় বিজয়!
অবশেষে বাতিল হল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ পরীক্ষা। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব শনিবার বলেছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্যে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৪ বাতিল করার সিদ্ধান্ত যুবকদের জয় এবং বিজেপি সরকারের কথিত অন্যায়ের পরাজয়।

পরিবেশের ছাড়পত্র ছাড়াই কল্যাণী এইমস উদ্বোধন করবেন মোদি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (ডব্লিউবিপিসিবি) জানিয়েছে, রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কল্যাণীতে এইমসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন, তার কোনও পরিবেশগত ছাড়পত্র নেই। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (এমওইএফসিসি) নির্দেশিকা অনুসারে, ২০,০০০ বর্গমিটারের চেয়ে বড় যে কোনও প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসি) প্রয়োজন, ডাব্লুবিপিসিবি চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র শনিবার বলেছেন।
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন কল্যাণ রুদ্র বলেন, রাজ্যের নদিয়া জেলায় অবস্থিত এইমস কল্যাণী ২০ হাজার বর্গমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের ৬ অক্টোবর এইমস কল্যাণী কর্তৃপক্ষ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিল। ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পটি 'ভায়োলেশন ক্যাটাগরি'র আওতায় রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, এমওইএফসিসি নির্দেশিকা অনুসরণ করে, ডব্লিউবিপিসিবি পরিবেশগত ক্ষতির ব্যয় এবং ১৫ কোটি টাকারও বেশি জরিমানা আরোপ করেছে। উল্লেখ্য, ২০২২ এর ১৯ অক্টোবর ভায়োলেশন ক্যাটাগরিতে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য স্টেট এক্সপার্ট অ্যাপ্রাইজাল কমিটি সুপারিশ করে। ১০০০ কোটির বেশি প্রজেক্ট। ৫ কোটি জরিমানা হয় দূষণ বাবদ, ১০ কোটি পেনাল্টি। দুটো মিলিয়ে ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিতে বলা হয়। এরমধ্যে পরিবেশ দূষণ এবং জরিমানা বাবদ টাকা ধার্য আছে। পরবর্তী কালে এইমস এই টাকার গোটা অঙ্ক মকুবের আবেদন জানায়। গত ২ জানুয়ারি এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২টি অর্ডারে সুপ্রিম কোর্ট ভায়োলেশন ক্যাটাগরিতে ছাড়পত্রের বিষয়টি বাদ রাখার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্য পরিবেশ দফতর জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ যতদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভায়োলেশন ক্যাটাগরিতে কল্যাণী এইমস পরিবেশ ছাড়পত্র দেওয়া রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে দাবি করা হয়, কল্যাণী এইমসের নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও ছাড়পত্র নেয়নি।
এইমস কল্যাণী অবশ্য এই যুক্তি দেখিয়ে ছাড়ের জন্য আবেদন করেছে যে এটি একটি স্বাস্থ্য সুবিধা এবং এর জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই।
কিন্তু রাজ্য সরকারের এই টাকা ছাড় দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই বলে জানান রুদ্র। এই ঘটনায় কল্যাণীর এসিজেএম আদালতে মামলা দায়ের করেছে ডব্লিউবিপিসিবি। এ ব্যাপারে এইমস কর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। এইমসের কল্যাণী ইউনিট, যার ওপিডি ২০১৯ সাল থেকে চালু রয়েছে, ১৭৯.৮ একর জমিতে বিস্তৃত। এটি ৩৪ টি বিভাগ এবং একটি মেডিকেল কলেজ সহ একটি ৯৬০ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।
প্রধানমন্ত্রী রবিবার পাঁচটি এইমস হাসপাতাল ভার্চুয়ালি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু, কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রাজ্যের তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এইমস কল্যাণীতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
উল্লেখ্য, এইমস-এর কল্যাণী ইউনিটের আউটডোর পরিষেবা ২০১৯ সাল থেকে চলছে। এটি ১৭৯.৮ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত। এটি ৩৪টি বিভাগ এবং একটি মেডিকেল কলেজ সহ একটি ৯৬০শয্যা বিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এইমস কল্যাণীতে ১৪৬ জন শিক্ষক এবং চিকিৎসক রয়েছে। এটি ২০১৫ সালে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে অনুমোদিত হয়েছিল। ২০১৬ সালে ৫০ জন এমবিবিএস শিক্ষার্থী নিয়োগের মাধ্যমে এখানে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

অসমে মুসলিম বিবাহ আইন বাতিল, লাগু হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

আপনজন ডেস্ক: অসম সরকার ১৯৩৫ সালের আসাম মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন বাতিল করেছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় শেষ হওয়া রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মন্ত্রী ও সরকারের মুখপাত্র জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (ইউসিসি) দিকে এগোচ্ছে বলেই আইনটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ইতিমধ্যেই বলেছেন, আমরা ইউসিসি-র দিকে যাচ্ছি। তাই আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসাম মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৩৫ বাতিল করেছে মন্ত্রিসভা।
এই আইনে এখন থেকে মুসলিম বিবাহ ও তালাকের কোনো নিবন্ধন থাকবে না। আমাদের বিশেষ বিবাহ আইন রয়েছে এবং আমরা চাই সমস্ত বিবাহ এর অধীনে নিবন্ধিত হোক।
বড়ুয়া আরও বলেন, রাজ্য সরকার মনে করে ব্রিটিশ আমলের আসাম মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, এই আইনে নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ঘটেছে।
মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি এটি (আইনটি বাতিল) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বড় পদক্ষেপ হবে। তিনি বলেন, ৯৪ জন মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার।
এখন থেকে ৯৪ জন মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করবেন জেলা প্রশাসক বা জেলা রেজিস্ট্রার।
সরকারের মুখপাত্র জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেছেন, রাজ্য সরকার অনুভব করেছে যে ব্রিটিশ আমলের আসাম মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আইনটি বাতিল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বড় পদক্ষেপ হবে। তিনি আরও বলেন সরকার শীঘ্রই ইউসিসি প্রবর্তনের জন্য একটি বিল নিয়ে আসবে। ইউসিসির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। আদিবাসীদের জন্য ইউসিসিতে কিছুটা শিথিলতা আসতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। সূত্র জানায়, বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনে সরকার একটি ইউসিসি বিল প্রবর্তন করতে পারে।
সংখ্যালঘু ভিত্তিক বিরোধী দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) ইউসিসিকে "কুরআন বিরোধী" হিসাবে বর্ণনা করেছে। ইউসিসি কুরআন বিরোধী, হাদিস বিরোধী, ইসলাম বিরোধী, হিন্দু বিরোধী এবং খ্রিস্টান বিরোধী। এআইইউডিএফ প্রধান তথা লোকসভার সদস্য মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন, এটা সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

এ রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে জোট করতে চায় কংগ্রেস: অধীর

আপনজন ডেস্ক: প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী শনিবার জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় সম্ভাব্য আসন সমঝোতার জন্য তিনি সিপিএমের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন।
তিনি বলেন, "মহম্মদ সেলিমের (সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক) সঙ্গে আমার কথা চলছে। বহরমপুরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় অধীর চৌধুরী বলেন, আমরা রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে জোট করতে চাই।
অধীর চৌধুরীর এই বক্তব্য দিল্লির কিছু কংগ্রেস নেতার অবস্থানের বিপরীত, যারা জোর দিয়ে বলছেন যে তৃণমূলের সাথে আলোচনা চলছে এবং অচলাবস্থা শীঘ্রই শেষ হবে।অধীর চৌধুরী বলেন, তৃণমূলের সঙ্গে কোনও জোট নিয়ে দিল্লির কংগ্রেস নেতারা কী বলছেন তা তাঁর জানা নেই।
তৃণমূলের সমস্যা হল, ভারত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাংলায় সংখ্যালঘু ভোটের একটা অংশ হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। যদি তারা ঘোষণা করে যে তারা ব্লকের সঙ্গে আছে, তাহলে তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অতিসক্রিয় হয়ে ওঠার ভয় পাচ্ছে। "তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে কোনটি তাদের জন্য বেশি মূল্য দিতে হবে। চলতি মাসের গোড়ায় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যখন বাংলায় গেল, তখন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলায় তাঁর দল একাই চলবে। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের মধ্যে তৃণমূলের ভোট ভাগাভাগি করতে চাইছে।
সেলিম বলেন, অধীর চৌধুরীর বক্তব্য বাংলার হাওয়া পরিষ্কার করবে। ভোটের আগে সর্বভারতীয় আসন রদবদলের পক্ষে নয়।
প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অবস্থা রয়েছে। মণিপুর আর গুজরাট আলাদা। কেরল আর পাঞ্জাব এক নয়। পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে।
সেলিম বলেন, বাংলায় বিজেপি বিরোধী, তৃণমূল বিরোধী জোটের সম্ভাবনা নিয়ে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছে।
তিনি বলেন, "আমরা সিপিআই এম-এল (লিবারেশন)-এর সঙ্গেও কথা বলেছি, যারা বামফ্রন্টের অংশ নয়। শিগগিরই বামফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে। কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গেও কথা বলব। তিনি বলেন, বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী যে কোনও দলকে স্বাগত। বাংলায় উত্থানের সিঁড়ি হিসেবে তৃণমূলকে ব্যবহার করেছে আরএসএস। আমরা এটা চলতে দিতে পারি না।

বিলকিসের আরও এক ধর্ষকের ১০ দিনের প্যারোলে মুক্তি

আপনজন ডেস্ক: বিলকিস বানু মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের একজনকে শুক্রবার ১০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে গুজরাট হাইকোর্ট। মুক্তি পাওয়া আসামি হল রমেশ চন্দনা। আগামী ৫ মার্চ তার এক ভাগ্নের বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানে রমেশ যাতে অংশ নিতে পারে তাই হাইকোর্ট এ আদেশ দেয়। তাকে নিয়ে এ মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের মধ্যে দুজন প্যারোলে কারাগার থেকে মুক্তির আদেশ পেল। ২০০২ সালে গোধরায় দাঙ্গা চলাকালে বিলকিস বানুকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারের সাত সদস্যকে মেরে ফেলার ঘটনায় করা মামলায় ওই ১১ জন অভিযুক্ত হয়। ২০২২ সালের আগস্টে, কারাগারে 'ভাল আচরণের' কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকার ১৯৯২ সালের নীতি অনুসারে তাদের ক্ষমা আবেদন গ্রহণ করার পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ১১ জন আসামিকে কারাগার থেকে অকাল মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এরপর সুপ্রিম কোর্ট ১৪ বছর কারাগারে থাকার পর ২০২২ সালে স্বাধীনতা দিবসে গোধরা জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া দোষীদের দুই সপ্তাহের মধ্যে কারাগারে ফেরার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশে বিলকিস বানু মামলায় অভিযুক্ত ১১ আসামির সবাই গত ২১ জানুয়ারি গোধরা শহরের কারাগারে আত্মসমর্পণ করে। শুক্রবার দেওয়া আদেশে বিচারপতি দিব্যেশ জোশি বলেন, দোষী-আবেদনকারী তার বোনের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কারণে প্যারোল ছুটির জন্য প্রার্থনা করে। তাকে দশ দিনের জন্য প্যারোলে ছুটিতে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্টে গুজরাট সরকারের দাখিল করা হলফনামায় দেখা গেছে, ২০০৮ সালে কারাগারে থাকা শুরুর পর রমেশ চন্দনা এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৯৮ দিনের প্যারোল ও ৩৭৮ দিনের সাময়িক ছুটি ভোগ করেছে।
ইতিমধ্যে বিলকিস বানু মামলার অন্য আসামি প্রদীপ হাইকোর্টের নির্দেশে ৭ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি গোধরা কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পায়।

পাঁচ রাজ্যে কার কোন আসন, জানিয়ে দিল আপ কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি (আপ) শনিবার ৪:৩ ফর্মুলায় দিল্লি লোকসভা আসনের জন্য তাদের আসন সমঝোতা শেষ করেছে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টির ৪টি এবং কংগ্রেসের বাকি ৩টি লোকসভা আসনে লড়বে। দিল্লি লোকসভায় ৭টি আসন রয়েছে। নয়াদিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি ও পূর্ব দিল্লিতে লড়বে আম আদমি পার্টি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ মুকুল ওয়াসনিক জানিয়েছেন, চাঁদনি চক, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমে লড়বে কংগ্রেস।
ওয়াসনিক বলেন, গুজরাতের ২৬টি লোকসভা আসনে কংগ্রেস ২৪টি আসনে এবং আপ ভারুচ ও ভাবনগর দুটি আসনে প্রার্থী দেবে। ভারুচ আসনটি প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটি দলের জন্য সংবেদনশীল মূল্য রয়েছে। প্যাটেলের মেয়ে এই নির্বাচনী এলাকায় সক্রিয় ছিলেন, যা তিনি ২০২৪ সালের প্রতিযোগিতার জন্য তার দাবি উত্থাপন করার জন্য ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। কংগ্রেস নেতা বলেন, হরিয়ানায় তাঁর দল ৯টি লোকসভা আসনে লড়বে, আর আপ লড়বে একটি আসনে।
তিনি বলেন, হরিয়ানায় ১০টি লোকসভা আসন রয়েছে। কংগ্রেস লড়বে ৯টিতে। কুরুক্ষেত্রে আপের প্রার্থী থাকবে ১টি আসনে।
ওয়াসনিক আরও বলেন, "চণ্ডীগড় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কংগ্রেস প্রার্থী সেখান থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কংগ্রেস গোয়ার দুটি লোকসভা আসন এবং চণ্ডীগড়ের একমাত্র আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দুই দলই পাঞ্জাবে একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।কংগ্রেস ও আপ যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করার কথা ঘোষণা করেছে। দিল্লির মন্ত্রী এবং এএপি নেতা অতিশি মারলেনা এবং সৌরভ ভরদ্বাজও ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।
রবিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাশে বসা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে কেজরিওয়াল হাজির হন এবং বিজেপিকে নিশানা করে দু'জনের প্রাণবন্ত কথোপকথন হয়।
দিল্লি কংগ্রেসের একাংশ আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোটের বিরোধিতা করে আসছে, কারণ তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে এটি জাতীয় রাজধানীতে দলকে ধ্বংস করবে। তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই যুক্তিতে সরব হয়েছেন যে "বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বার্থে ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়"। কয়েকদিন আগে উত্তরপ্রদেশে, যেখানে সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেবেন, সেখানে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদেশে ভারতীয় ব্লক প্রথম সাফল্য অর্জন করেছে, যেখানে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস রাজ্যের ৮০ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৬৩-১৭ বিভাজনে সম্মত হয়েছে। কংগ্রেস ২০টি আসন চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৭টি আসনে সন্তুষ্ট হয়।
উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লি চুক্তি হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস সূত্রের খবর, অধিকাংশ রাজ্যেই ফলপ্রসূ হবে ভারত। সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ডে জেএমএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে এবং মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, বিহারের মতো রাজ্যগুলি পাইপলাইনে রয়েছে।
এর আগে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) সাথে আসন ভাগাভাগির সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে "আলোচনা চলছে"। ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী করার বিরোধীদের উদ্দেশ্য পুনর্ব্যক্ত করে কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে যে তারা ভারতীয় জোটকে শক্তিশালী করতে চায় এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য বিজেপিকে পরাজিত করা।

প্রথম নজর

স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন জেনে স্বামী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাপের বাড়িতে এসে আত্মঘাতী স্ত্রী, খবর পেয়ে নিজের বাড়িতে আত্মঘাতী স্বামীও। শুক্রবার রাতে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া দুই পরিবারেই। জানা গেছে, বাপের বাড়িতে বৌমার আত্মহত্যা করার খবর আসতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে গোটা পরিবার পৌঁছে গিয়েছিল হুগলির শেওড়াফুলিতে। এদিকে, সেই সুযোগেই বাড়ি ফাঁকা পেয়ে নিজের হাওড়ার বাড়িতে আত্মঘাতী হন স্বামী। হাওড়া ঘোষপাড়ার ঘটনা। দম্পতির আত্মঘাতীর ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। মৃতেরা হলেন তাপস শী এবং রিঙ্কু শী। দম্পতির একটি বছর সাতেকের কন্যা সন্তানও রয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে চাটার্জিহাট থানার পুলিশ।

অজয়ের বালি লুট রুখে দিল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: চোরাই গাড়ি উদ্ধারের পর এবার অজয় নদের বালিলুট রুখতে তৎপর পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীররাতে উত্তর-পূর্ব মঙ্গলকোট এলাকায় সড়কপথে কড়া নজরদারির মধ্যে ৭ টি বালি ভর্তি গাড়ি পাকরাও করলো স্থানীয় থানার পুলিশ। এইসব গাড়িগুলি থেকে বালি নিয়ে যাওয়ার কোন অনুমতি ছিলনা বলে জানিয়েছেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ। জানা গেছে, দুটি ফৌজদারি মামলা রুজু হয়েছে। কোয়ারপুর এলাকা থেকে গাড়ি গুলি আটক রয়েছে থানায়।বেশ কয়েকদিন আগেই আউশগ্রাম এলাকা থেকে এক চুরি হয়ে যাওয়া গাড়ি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার করে থাকে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। নবাগত আইসি পদে যিনি এসেছেন তিনি অপরাধ দমনে অত্যন্ত তৎপর বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। মঙ্গলকোটের প্রায় কুড়ি কিমি দীর্ঘ অজয় নদের মধ্যে রয়েছে অনেক গুলি বালিঘাট।কোন ঘাটের লিজ শেষ হয়েছে? কোন ঘাটে কত পরিমাণ বালি উত্তোলন করার অনুমতি আছে? তার বিস্তারিত তথ্য থাকে ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে।তাই সেইসব তথ্য পুলিশ কে জানালে সড়কপথে অভিযান চালাতে সুবিধা হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

হাই স্কুলের মধ্যে শিক্ষককে মারধরের ভিডিও ভাইরাল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্কুলের মধ্যে শিক্ষককে মারধরের ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিদ্যালয় চত্বরে এক শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ প্রধান শিক্ষক ও তাঁর দল বলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকালে মালদহের বামনগোলা থানার জগদলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই শিক্ষক। প্রহৃত শিক্ষক বিমান পাল অভিযোগ করে বলেন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার মিশ্র স্কুল পরিচালন সমিতির মিটিং ডাকেন।
সেই মিটিংয়ে পরিচালন সমিতির সভাপতি সহ কয়েকজন বহিরাগত উপস্থিত ছিলেন।সেই মিটিংয়ে বিমান পাল হাজির হলে প্রধান শিক্ষকের কথামতো বহিরাগত কয়েকজন তার উপরে হামলা করে।মারধর করার হয় বলে অভিযোগ।জানা গিয়েছে শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ।স্কুলে মিটিং করার জন্য শিক্ষকদের ডাকেন প্রধান শিক্ষক' প্রদীপ কুমার মিশ্র।সেই মতো শিক্ষকেরদ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের রুমে গেলে,বহিরাগতদের দিয়ে প্রধান শিক্ষকের রুমে মারধর করার অভিযোগ ওঠে।আহত শিক্ষক বিমল পাল অভিযোগ করে বলেন -প্রধান শিক্ষকের মদতে দুইজন বহিরাগত রবীন সাহা ও পবিত্র রায় কে দিয়ে আমার জামার কলার ধরে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। অন্যান্য শিক্ষকেরা তাকে বাঁচিয়ে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।স্কুলের পরিস্থিতি নিয়ে ভয়ে রয়েছে বিমল পাল নাম শিক্ষক তিনি তার ভয়ের কথা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।রীতিমতো আতঙ্কই রয়েছেন শিক্ষক।জগদলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শনিবার প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার মিশ্র না থাকাই আর অনুপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান -গত শুক্রবার দুইজন বহিরাগত প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বিমল রায় নামে এক শিক্ষকের উপর হামলা করে এই নিয়ে গোটা স্কুল শিক্ষকেরা আতঙ্কে রয়েছে।এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কি করে পইরাবত ওরা স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করে।রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে ঐ শিক্ষক বর্তমানে বামনগোলা থানায় প্রধান শিক্ষক সহ বহিরাগতদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই প্রকৃত তৃণমূলে: কাজল শেখ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: নানুর বিধানসভার পাপুড়ি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে শনিবার বিশেষ কর্মী বৈঠক করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ।
আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন কাজল শেখ। এদিন পাপুড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে বাহিরি, শিঙি, পাঁচশোয়া, ধুপসারা অঞ্চলের সভাপতি বুথ সভাপতি সহ অন্যান্য তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে এই বিশেষ বৈঠক আয়োজিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাজল শেখ বলেন- বঙ্গজননী সোনার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং বাংলার যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ মতো আমরা কাজ করে চলবো।বাংলার উন্নয়নের বার্তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন দলীয় কর্মীদের। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে যেসব উন্নয়ন হয়েছে, সেগুলোর কথা এলাকার সাধারণ মানুষদের সামনে তুলে ধরার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।
বিভেদ ভুলে একসাথে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের একটাই নেত্রী, তিনি হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের একটাই দল, সেটা হলো তৃণমূল কংগ্রেস। এর বাইরে আমাদের আর কোন দল নেই। যারা কাজল শেখ গোষ্ঠী বা অনুব্রত গোষ্ঠী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা প্রকৃত তৃণমূল দল করে না। আমাদের একটাই দল একটাই গ্রুপ সেটা হল তৃণমূল।

ভুয়ো আইপ্যাক কর্মীকে ৮৬ হাজার টাকা দিয়ে প্রতারিত ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আইপ্যাক এর নাম করে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে পূর্ণ মন্ত্রিত্ব এবং পছন্দ মত দপ্তর পালিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক। মধ্যমগ্রাম থেকে শনিবার দুপুরে ওই প্রতারককে গ্রেফতার করা হয় তার নাম অঞ্জন কুমার। তার ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম এর ব্যবসা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত যুবক আইপ্যাকের প্রতীক জৈন ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নাম করে ভরতপুরের বিধায়কের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেছিল। শুধু তাই নয় এর আগে দফাই দফায় সে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কাছ থেকে ৮৬হাজার টাকা নিয়েছিল।
প্রথমে ভরতপুরের বিধায়ক ওই টাকা দিয়ে দিলেও পরে সে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপর ফের ওই প্রতারক ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। শুধু তাই নয় লোকসভা নির্বাচনে আগে দলের গুরুত্বপূর্ণ পথ পেতে তাকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়। এরপর ভরতপুরের বিধায়ক শক্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ যে ফোন নাম্বার থেকে ওই প্রতারক যোগাযোগ করেছিল তাতে আড়িপাতে। এরপর ওই মোবাইল ফোন নম্বর ট্র্যাক করে জানা যায় প্রতারকের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে। মুর্শিদাবাদ পুলিশের কাছ থেকে সমস্ত বিষয় জানতে পেরে অবশেষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত পুলিশ ওই প্রতারককে শনিবার সকালে গ্রেফতার করে। এই প্রসঙ্গে মুশিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, টেকনিক্যাল টিম ব্যবহার করে যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে হেফাজতে নেওয়ার পর এই প্রতারণা চক্র কতদূর বিস্তৃত আর এর সঙ্গে কারা যুক্ত আছে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করা হবে।
ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর পুলিশকে জানিয়েছেন ,২২ ফেব্রুয়ারি একাধিক নম্বর থেকে ওই প্রতারক ফোন করে তাকে বিরক্ত করতে থাকে। এরপর তিনি কলকাতা পুলিশের এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে শনিবার সকালের শক্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই মুর্শিদাবাদ পুলিশ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে প্রতারককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত প্রতারক জেরার মুখে পুলিশকে জানিয়েছে, তার টাকার প্রয়োজন ছিল তাই সে এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ ধৃত প্রতারককে শনিবার আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
তবে ভালো পদ এবং মন্ত্রিত্ব ও দফতর পেতে হুমায়ুন কবীর ছিয়াশি হাজার টাকা এক প্রতারককে দিয়েছেন এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আইপ্যাক কে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল। সেই বেসরকারি সংস্থার কর্মী বলে ভরতপুরের বিধায়ককে প্রতারিত করে ধৃত যুবক।

হাড়োয়ায় পীর গোরাচাঁদের মেলার পরিবর্তে হল সর্বধর্ম সম্মেলন

ইসরাফিল বৈদ্য ● হাড়োয়া

আপনজন: এ বছর মেলা বন্ধ করে সৈয়দ আব্বাস আলি ওরফে পীর গোরাচাঁদ রহ.-এর স্মরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সর্বধর্ম সম্মেলন ও মাহফিলে ওয়াজ অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হাড়োয়াতে। তাই ১০ ও ১১ ফাল্গুন উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার মাজমপুরে দু'দিনব্যাপী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের উলামা-হযরতদের উপস্থিতিতে মাহফিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা রাখে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
উল্লেখ্য ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে মক্কা শরীফের জমজম মহল্লা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ায় এসেছিলেন ২২ আউলিয়া প্রধান সৈয়দ আব্বাস আলি ওরফে পীর গোরাচাঁদ (রহ.)। কুরআন সুন্নাহের আলোকে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে তাঁর লড়াই-সংগ্রামের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। পীর গোরাচাঁদ রহ.-র মূলত লড়াই ছিল শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে। অথচ কালের বিবর্তনে সেই পীর সাহেবের নামে উত্তর ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অপসংস্কৃতিতে ভরা মেলা হয়ে আসছে। পীর গোরাচাঁদ রহ.-র মাজার হাড়োয়া-সহ বেশ কিছু জায়গায় আজও এই অপসংস্কৃতিতে ভরা মেলা জারি আছে। মেলার পক্ষে বিপক্ষে মতানৈক্য প্রতিফলিত হয়েছে একাধিকবার। আয়োজক কমিটির কর্তারা বারে বারেই বেকায়দায় পড়ে স্থানীয় মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে। বলাবাহুল্য হাড়োয়াতে সবচেয়ে বড় বাজেটের মেলা হাড়োয়া থানার মাজমপুরে অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায়, ২০০৮ সাল থেকে মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু কোনওভাবেই তা ফলপ্রসু হয়নি। এটা নিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ছিল। গত বছর এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে একটি সর্বধর্ম সমন্বয় কমিটি গঠন করে, শতাব্দী প্রাচীন শিরকযুক্ত পীরের নামে বিচিত্রা অনুষ্ঠান-সহ অপসংস্কৃতিতে ভরা মেলা বন্ধ করে দেওয়ার যুগন্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় আবদুল খালেক মোল্লা-সহ মেলা কমিটি। মেলা বন্ধ করে এ বছর সৈয়দ আব্বাস আলি ওরফে পীর গোরাচাঁদ রহ.-এর স্মরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সর্বধর্ম সম্মেলন ও মাহফিলে ওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে । ১০ ফাল্গুন সমস্ত ধর্মগুরুদের উপস্থিতিতে সর্বধর্ম সম্মেলন ও আজ ১১ ফাল্গুন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের উলামা-হযরতদের উপস্থিতিতে মাহফিলে ওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নূরুল ইসলাম, উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, আব্দুল খালেক মোল্লা , মাওলানা শফিক কাশেমী, ডোমেনিক গোমস, ফাদার বিশপ, অরুনজ্যোতি ভিক্ষু, বাংলাদেশ থেকে আগত আলমামুন রাসেল, বিশিষ্ট আলেম আব্দুল মাতিন, মাওঃ কামরুজ্জামান, হাফেজ আজিজউদ্দিন প্রমুখ।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল সামসেরগঞ্জের এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হলো সামসেরগঞ্জের এক যুবকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার নামো চাচন্ড গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম রিয়াজুল শেখ। তার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার নামো চাচন্ড গ্রামে। জানা গিয়েছে, দিন দুয়েক আগে বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন ওই যুবক। কিন্তু অসাবধানতাবসত ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তাকে বহরমপুর ও পরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার গভীর রাতে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। শনিবার দুপুরে যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি নিয়ে আসা হয়। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা

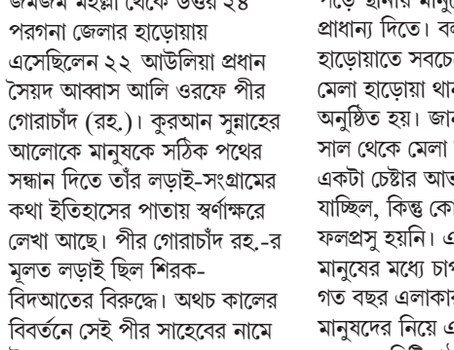

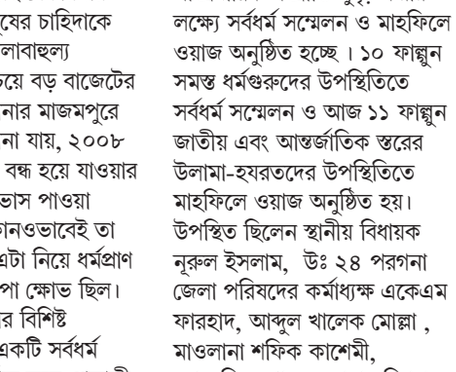

নুরুল ইসলাম খান ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: 'যে কোনও সংবর্ধনা প্রাপককে কাজে উৎসাহিত করে।' হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কৃতিদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে কথাগুলি বলেন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন। গতকাল কেক কেটে কলেজের বিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসের সূচনা করেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক ও কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রী দেবেশ মণ্ডল। ২০২৩ সালে কলেজের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্বলিত একটি রিপোর্ট কার্ড 'এক নজরে এক বছরে হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়' প্রকাশ করেন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলসহ উপস্থিত এম.আর.গ্রুফ অফ কলেজেস ও হসপিটালস-এর ডিরেক্টর ড. জাহিদুল সরকার, কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য সুদীপকুমার মণ্ডল, অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মহঃ গোলাম মর্তুজা, সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক ড. ঈশিতা দে ও বাংলাদেশ থেকে আগত কবি ও মধুসূদন গবেষক খসরু পারভেজ, মুফতি তাহেরুজ্জামান, টাকী সরকারি কলেজের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস। এই অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একক গ্রন্থকার হিসেবে সংবর্ধিত হন শেখ কামাল উদ্দীন। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের মধুসূদন গবেষক ও আলোকচিত্রকর মুফতি তাহেরুজ্জামান মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র দেখান। কবি খসরু পারভেজ ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হতে পরামর্শ দেন। জাহিদুল সরকার স্বনির্ভরতার উপর জোর দেন। সুদীপকুমার মন্ডল কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্তমান পড়ুয়াদের সামনে উল্লেখ করেন। বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল কলেজের প্রাক্তন, বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে কলেজের সব রকম প্রয়োজনে তিনি পাশে থাকবেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন বনানী চৌধুরী, সৌমিতা মল্লিক, মনামী মুখার্জী, ঈশিতা দে প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মহঃ গোলাম মর্তুজা, পারমিতা সরকার, মায়া মজুমদার, উদয় দাস, স্বপন কুমার পাল, সোমা দাস, দেবলীনা ব্যানার্জী, রীতা পাল, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সঞ্জয় পাল, বিকাশ দাস, সমরেশ সরদার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কিঙ্কর মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন।

বুনিয়াদপুরে হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হজ প্রশিক্ষণ শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে অনুষ্ঠিত হলো জেলার হজ প্রশিক্ষণ শিবির ২০২৪।
শহরের সুকান্ত ভবনে আয়োজিত এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, বংশীহারী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল, বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ সহ আরো অনেকে।
উল্লেখ্য, রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের রাজ্য হজ্জ কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই মতো এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শহরে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে কলকাতা থেকে আগত মাওলানা আশরারুল হক হজযাত্রী দের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রজেক্টরের মাধ্যমে তিনি হজ যাত্রীদের কি করনীয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।জানা গিয়েছে, এবছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে ৮৫ জন হজযাত্রী যাচ্ছেন। এবিষয়ে বংশীহারী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হজে যারা যাবেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যারা প্রথম হজ করতে যাবেন, তাঁদের জন্য এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উচ্চ মাধ্যমিক দুই পরীক্ষার্থী দুর্ঘটনায় আহত

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হেলমেট ছাড়াই বেপরোয়া মোটরবাইকের গতিতে গুরুতর আহত হল দুই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার গোবরগাড়া এলাকায়।
আহত দুই পরীক্ষার্থীর নাম বিশ্বজিৎ মন্ডল, মাফিজুল আলী, দুজনেই রুকুনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। জানা যায় হরিহরপাড়ার রুকুনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হরিহরপাড়ার গোবরগাড়া হাই মাদ্রাসায় । শনিবার পরীক্ষা ছিল সংস্কৃত সাবজেক্ট। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হেলমেট ছাড়াই বেপরোয়া মোটরবাইকের গতি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হরিহরপাড়ার গোবরগাড়া এলাকায় রাস্তার উপরে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় দুই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আহত ব্যক্তিদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

মাদ্রাসায় ১২ জন ছাত্রীর বিদায় অনুষ্ঠান

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আল-আলবানির বালিকা বিভাগ কুল্লিয়া খাদিজা আশ-শারঈয়া-এর ১২ জন ছাত্রীর বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। তাঁরা বুখারী শরীফ থেকে ফারাগাত হয়। এ প্রসঙ্গে বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আল-আলবানির কর্ণধার মতিউর রহমান মাদানী বক্তব্য রেখে বলেন, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এবং একশো শতাংশ ভরসা রয়েছে যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেই। তারা জাতিকে পথ দেখাবে। বিভিন্ন দিকে তারা এগিয়ে থাকবে।

রঘুনাথগঞ্জে স্লুইচ গেটের সূচনায় আখরুজ্জামান

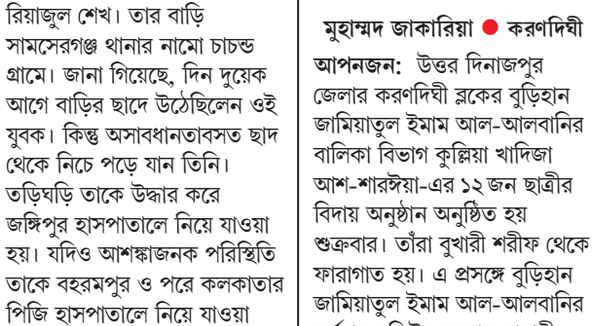

আসিফ রনি ● জঙ্গিপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের লক্ষীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে একটি মাটির বাঁধ। যেটি নবাবী বাঁধ হিসাবে পরিচিত। যে বাঁধের উপর নির্ভর করে রয়েছে ৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ। বর্ষার সময় বন্যার জলে কবলিত হয় প্রায় চার থেকে পাঁচটি অঞ্চল। এই নিয়ে এলাকার মানুষছর পক্ষ থেকে স্লুইচ গেটের জন্য বারংবার দাবি জানানো হয়েছে একাধিক অধাকারিক ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের কাছে। তবে মেলেনি কোনো সুরাহা। আর এই সমস্যা নিয়ে তৎকালীন বিধায়ক হাবিবুর রহমানের কাছে সমস্যার কথা তুলে ধরেন সাধারণ মানুষ। তিনি স্লুইচ গেট নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও পেরে উঠতে পারেননি।
এমতাবস্থায় প্রয়াত হন তিনি! পিতার সেই অধরা স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মানুষের সমস্যা দুরীকরনে উদ্যোগ নেন প্রয়াত বিধায়ক হবিবুর রহমানের উত্তরসুরি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার স্লুইচ গেট নির্মাণের শুভ শিলান্যাসের শুভ উদ্বোধন করলেন তিনি। এই দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ খলিলুর রহমান ও উপস্থিত ছিলেন বিডিও দেবত্তম সরকার।
এইদিন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান বলেন, এই স্লুইচ গেট নির্মাণের ফলে, উপকৃত হবেন চার থেকে পাঁচটি অঞ্চলের মানুষ। সেই সঙ্গে উপকৃত হবেন বিশাল সংখ্যক চাষিরা।
বামেদের আক্রমণ করে তিনি বলেন দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও সাধারণ মানুষকে লুটে খেয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য ভাবেনি।

প্রথম নজর

বিনা অনুমতিতে হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা সৌদি সরকারের

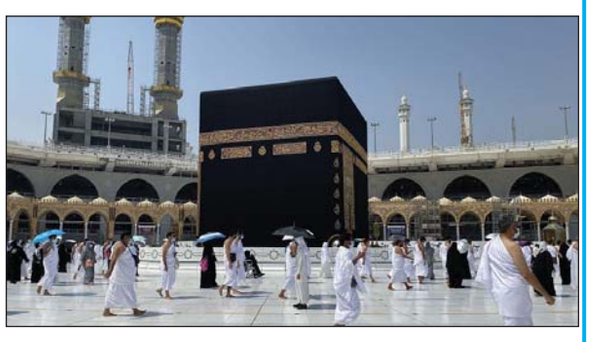

আপনজন ডেস্ক: অনুমতি ছাড়া কেউ হজ পালন করলে তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে জানিয়েছে সৌদি সরকার। হজ ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু ও নিরাপদ করতে করার অংশ হিসেবে এবার হজ মৌসুমে অনুমতি ছাড়া হজ পালন থেকে বিরত থাকতে পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন সৌদি প্রশাসন।

সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া হজ পালন করা বেআইনি। আর যারা এ আইন ভঙ্গ করবেন তাদের ৫০ হাজার রিয়াল জরিমানা করা হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা।

সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, যে বা যারা অনুমতিবিহীন ব্যক্তিদের মক্কায় পরিবহন করে ধরা পড়বেন তাদেরকেও ৫০ হাজার রিয়াল জরিমানা করা হবে। অপরদিকে যেসব প্রবাসী হজ মৌসুমের এই আইন ভঙ্গ করবেন– তাদের প্রথমে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। কারাভোগের পর নিজ দেশে তাদের ফেরত পাঠানো হবে এবং পরবর্তী ১০ বছরে সৌদিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে।

সৌদির মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের পরিচয় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। যেন তাদের আশপাশের সবাই চিনে রাখতে পারেন।

প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ হজ করতে সৌদিতে যান। এ ছাড়া সৌদির স্থানীয়রাও হজ পালন করে থাকেন।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে চলতি বছরের ১৪ জুন হজ শুরু হতে পারে। করোনা বিধিনিষেধ না থাকায় গত বছরের মতো এবারও হজ পালনে পবিত্র মক্কা নগরীতে সমবেত হবেন লাখ লাখ মানুষ।

পবিত্র মসজিদুল হারামে ইফতার পরিবেশন নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবছরের মতো আসন্ন রমজান মাসে মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে মুসল্লিদের মধ্যে ইফতার পরিবেশন করা হবে।

রোজাদার মুসল্লিদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে হালকা খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নিয়ে নানা প্রস্তুতি নিয়েছে মসজিদটির পরিচালনা পর্ষদ। ইফতারের খাবার পরিবেশনে সহায়তাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন করতে বলা হয়।

সৌদি বার্তা সংস্থার সূত্রে গালফ নিউজ জানিয়েছে, রমজানে মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদে ইফতার পরিবেশন করা যাবে।

এতে ইফতার পরিবেশনে প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনে মসজিদের স্থান নির্বাচন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মক্কার মেয়র স্বীকৃত ক্যাটারিং কম্পানি বা সৌদি ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি অনুমোদিত কারখানা ও গুদামের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে একজন সর্বোচ্চ দুজনের ইফতার খাবার নির্বাচন করতে পারবে এবং দাতব্য দল সর্বাচ্চ ১০ জনের ইফতারের আবেদন করতে পারবে। অবশ্য ইফতারসামগ্রী হিসেবে খেজুর, কেক, পাই, জুসসহ অবশ্যই শুকনো খাবার পরিবেশন করতে হবে।

এরপর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা মেনে এসব খাবার প্যাক করতে হবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১১ মার্চ থেকে সৌদি আরবে রমজান শুরু হবে। এ মাসের প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলিমদের সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। তা ছাড়া এ মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুসলিম ওমরাহ পালন করতে মক্কায় জমায়েত হন। ওমরাহ শেষে তাঁরা পবিত্র মসজিদে নববীতে যান এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন। গত বছর ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি লোক ওমরাহ পালন করেন, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

মদিনায় বন্ধ হল ৫৯ আবাসিক হোটেল

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনায় ৫৯টি আবাসিক হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিয়ম মেনে পর্যটকদের সেবা দেওয়া হচ্ছে কিনা- তা যাচাইয়ের সময় অনিয়ম ধরা পড়লে এসব হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সৌদি সংবাদমাধ্যম ওকাজের বরাত দিয়ে গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, বন্ধ হওয়া হোটেলগুলো যদি তাদের ভুল সংশোধন না করে, তাহলে এগুলো বন্ধই থাকবে। সৌদি আরবের পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লাইসেন্স ছাড়া কোনো হোটেল তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। যদি কেউ এই আইন ভঙ্গ করে তাহলে হোটেল বন্ধ কিংবা ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা অথবা উভয় সাজাই দেওয়া হতে পারে।

সম্প্রতি মদিনা শহরে আবাসিক হোটেলে পর্যটকদের কীভাবে সেবা প্রদান করা হয়- তা পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয় দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয়। এতে ১ হাজার ২৫১টি হোটেলের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। রমজানে দেশটিতে মুসল্লিদের আগমন বাড়বে। এজন্য তাদের সমস্যা লাঘবে আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় গত মাসে সৌদি কর্তৃপক্ষ অনিয়মের দায়ে ৩৩০টি হোটেল বন্ধ করে দেয়। ২০৩০ সালের মধ্যে সৌদি আরবে যেন ১৫ কোটি মানুষ ভ্রমণ করে, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশটি।

মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও রক্তে জটিলতা বাড়ায় করোনা টিকা: গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: করোনা টিকা ফাইজার-মডার্না ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার ডোজের প্রভাবে মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও রক্তে জটিলতা বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ে বলে জানা গেছে এক গবেষণায়। বিশ্বের অন্যতম ব্যহত বহুজাতিক সংস্থা গ্লোবাল ভ্যাকসিন ডেটা নেটওয়ার্কের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে গবেষণাটি। খবর ব্লুমবার্গ ও দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টের। গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে বিশ্বের ১৩টি দেশের ৯ কোটি ৯০ লাখ মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছে ডেটা নেটওয়ার্ক। গত সপ্তাহে গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'ভ্যাকসিন'। প্রবন্ধে গবেষকরা বলেছেন, এই ৯ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে যারা এমআরএনএ টিকা ফাইজার এন বায়োএনটেক কিংবা মডার্না টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ সম্পূর্ণ করেছেন, তাদের একাংশ ইতিমধ্যে মায়োকার্ডিটি নামে হৃদপিণ্ডের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই সমস্যায় আক্রান্তরা হার্টের মাংসপেশির সার্বক্ষণিক প্রদাহে ভোগেন। আর অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৃতীয় ডোজ যারা সম্পূর্ণ করেছেন, তাদের একাংশ আক্রান্ত হয়েছেন পেরিকার্ডিটিতে। এই সমস্যায় আক্রান্ত হলে হৃদপিণ্ডের কার্ডিয়াক মাংসপেশিতে প্রদাহ হয়। গ্লোবাল ভ্যাকসিন ডেটা নেটওয়ার্কের গবেষকদের মতে, ফাইজার এবং মডার্নার দ্বিতীয় ডোজ মায়োকার্ডিটির ঝুঁকি ২ দশমিক ৯ গুণ এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৃতীয় ডোজ পেরিকার্ডিটির ঝুঁকি ৬ দশমিক ৯ গুণ বৃদ্ধি করে। মায়োকার্ডিটি ও পেরিকার্ডিটি উভয়ই বেশ বিরল শারীরিক জটিলতা। এছাড়া অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও অন্যান্য ভাইরাল-ভেক্টর করোনা টিকা এবং এমআরএনএ টিকা ফাইজার-মডার্নার ডোজে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া, গুলিয়ান-ব্যারে সিন্ড্রোম এবং মায়েলিটিসের মতো শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে ২ দশমিক ৫ গুণ। গুলিয়ান ব্যারে সিন্ড্রোমে আক্রান্ত রোগীরা স্নায়বিক সমস্যায় ভোগেন আর মায়েলিটিসে আক্রান্তরো ভোগেন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের প্রদাহে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে বিশ্বের প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়।

করোনায় প্রথম মৃত্যুর ঘটনাটিও ঘটেছিল চীনে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি বিশ্ব জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে ঐ বছরের ১১ মার্চ করোনাকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও।

মহামারি শুরু হওয়ার অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ২০২০ সালের আগস্টে প্রথম করোনা টিকা স্পুটনিক ৫ বাজারে আনে রাশিয়া। তবে জরুরি অবস্থায় এই টিকার ব্যবহার বিষয়ক ছাড়পত্রের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সস্থার কাছে আবেদন করেনি মস্কো। ডব্লিউএইচওর ছাড়পত্র পাওয়া প্রথম করোনা টিকার নাম ফাইজার এন বায়োএনটিক। ২০২০ সালের নভেম্বরে এই টিকাটি বাজারে আসে। এরপর একে একে বাজারে আসে মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, জনসন অ্যান্ড জনসনসহ বিভিন্ন করোনা টিকা। টিকা আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন মোট ১ হাজার ৩৫০ কোটি ডোজ ব্যবহার করা হয়েছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে গ্লোবাল ভ্যাকসিন নেটওয়ার্ক।

ডব্লিউএইচওর অন্যতম গবেষণা অংশীদার নিউজিল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা জিভিডিভি জানিয়েছে, করোনা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ পর্যন্ত ১৩ ধরনের শারীরিক জটিলতা ও সমস্যা তারা রেকর্ড করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টিকা নেওয়ার পর এসব সমস্যায় রোগীরা আক্রান্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন জিভিডিভির গবেষণকারা। গ্লোবাল ভ্যাকসিন ডেটা নেটওয়ার্কের যে বিজ্ঞানী দলটি এ গবেষণা পরিচালনা করেছে, সেই দলের অন্যতম সদস্য এবং ডেনমার্কের স্টাটেন্স সিরাম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ক্রিস্টিনা ফেকসোভা এক বিবৃতিতে নিজেদের গবেষণা প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেন, 'ব্যাপারটি এমন নয় যে, আমরা করোনা টিকার ডোজকে ক্ষতিকর বলে প্রচার করছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষ বিভিন্ন করোনা টিকার ডোজ নিয়েছেন এবং তাদের অধিকাংশই হয়তো কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করেননি।

কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভুগেছেন বা ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা কম হলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের এসব সমস্যা টিকা প্রস্তুকারী কোম্পানিগুলোকে এই বার্তা দেয় যে, করোনা টিকাগুলো আরো নিরাপদ ও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।'

গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল, অবস্থানে অনড় লুলা

আপনজন ডেস্ক: ফের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবি তুললেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় যা করছে, তা কোনো যুদ্ধ নয়, এটি 'গণহত্যা'।

কয়েকদিন আগে এই ধরনের মন্তব্য করার পর ইসরায়েল এবং আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের মারাত্মক টানাপোড়েন সৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি আবার এ মন্তব্য করলেন।

লুলা দা সিলভা সুস্পষ্ট করে বলেন, ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় যা করছে তা কোনো যুদ্ধ নয় বরং এটি গণহত্যা। কারণ তারা নারী এবং শিশুদের হত্যা করছে।

শুক্রবার ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি।

লুলা বলেন, এটি গণহত্যা। হাজার হাজার শিশু নিহত হয়েছে এবং হাজারো শিশু নিখোঁজ রয়েছে। ইসরায়েলের সেনারা মারা যাচ্ছে না। হাসপাতালগুলোতে নারী এবং শিশুরা মারা যাচ্ছে। এটা যদি গণহত্যা না হয় তাহলে আমি বুঝি না গণহত্যা কাকে বলে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে আবারো নিজের জোরালো অবস্থান ঘোষণা করেন তিনি।

এর আগে গত রোববার ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকান ইউনিয়নের সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় একই ধরনের কথা বলেছিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি বলেন, গাজা উপত্যকায় যা ঘটছে তা কোনো যুদ্ধ নয়, বরং এটি গণহত্যা।

তিনি আরো বলেন, গাজায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছে না বরং এটি হচ্ছে অত্যন্ত প্রস্তুত একটি সেনাবাহিনীর সাথে নারী ও শিশুর যুদ্ধ। গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যা চলছে তা ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। এটি প্রকৃতপক্ষে তখন ঘটেছিল যখন হিটলার ইহুদিদেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিদায়ী ডাচ প্রধানমন্ত্রীকে ন্যাটোর প্রধান হিসেবে চায় যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটকে পরবর্তী ন্যাটো প্রধান নির্বাচিত করার বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি। ন্যাটোর শীর্ষ সদস্যরা বৃহস্পতিবার রুটের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে।

আসন্ন অক্টোবরে ন্যাটো প্রধানের পদ ছাড়ছেন জেনস স্টলটেনবার্গ। ন্যাটোর শীর্ষ দেশগুলোর সমর্থন ট্রান্স আটলান্টিক জোটের নেতৃত্ব জিতে নেয়ার ক্ষেত্রে রুটকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, রুট ন্যাটোর দারুণ একজন মহাসচিব হবেন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাজ্য রুটকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায়। আমরা এমন এক প্রার্থী চাই, যিনি ন্যাটোকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে, রুট ন্যাটোর সব দেশেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

ফ্রান্সের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পদটির জন্য রুটকে প্রাথমিক সমর্থন দিয়েছেন। জার্মান সরকারের মুখপাত্র স্টিফেন হেবেসট্রেইট এক্স হ্যান্ডলে বলেন, ন্যাটোর প্রধান হিসেবে মার্ক রুট একজন অসাধারণ প্রার্থী। তার প্রতি বার্লিনের সমর্থন আছে ও জার্মানি তার প্রশংসা করে।

১৯৪৯ সালে স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ও সামরিক জোট, যা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন। বর্তমানে ন্যাটো একটি কঠিন সময় পার করছে। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন ও সাহায্য করতে গিয়ে যে কোনো সময় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে জোটটি। তাই এবার ন্যাটোর প্রধান নির্বাচিত করতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করছে যুক্তরাষ্ট্রসহ শীর্ষস্থানীয় সদস্য দেশগুলো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেবে মায়ানমারের সরকার

আপনজন ডেস্ক: বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেশের ভেতরে যুদ্ধে লেজে-গোবরে অবস্থা এখন মায়ানমার সেনাবাহিনীর। এ অবস্থায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ও দেশের ভেতরে কোণঠাসা হয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য বিশেষ প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির জান্তা সরকার।

বলা হচ্ছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

গতকাল শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে থাইল্যান্ড থেকে পরিচালিত দেশটির ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ইরাবতি।

রাখাইনের অধিকারকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জান্তা বাহিনী জানিয়েছে, যেসব রোহিঙ্গা পুরুষ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন তাদের এক বস্তা চাল, নাগরিকত্বের একটি পরিচয়পত্র এবং মাসিক ১ লাখ ১৫ হাজার কিয়াট বেতন দেওয়া হবে। যা বাংলাদেশি অর্থে সাড়ে চার হাজার টাকার সমান।

তবে সাধারণ রোহিঙ্গাদের প্রলুব্ধ করতে না পেরে এখন জোরপূর্বক তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের রাজধানী সিত্তেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে দুই সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের ধরে নিয়ে যেতে বিভিন্ন গ্রাম এবং শরণার্থী ক্যাম্পে হানা দিচ্ছে জান্তা বাহিনী। গ্রামবাসী ও অন্যদের আশঙ্কা, তাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ রোহিঙ্গা পুরুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে।

ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নে সান বলেছেন, 'প্রশিক্ষণের সময় মাত্র দুই সপ্তাহ। যাদের দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাদের জান্তা বাহিনী শুধু মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।'

এর মধ্যে সিত্তের এবং বুচিডংয়ের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি মায়ানমারের সামরিক জান্তা ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সব নারী-পুরুষকে সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করে। এর পরই রোহিঙ্গা পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে যুক্ত করার কার্যক্রম শুরু করে জান্তা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৩ মি.

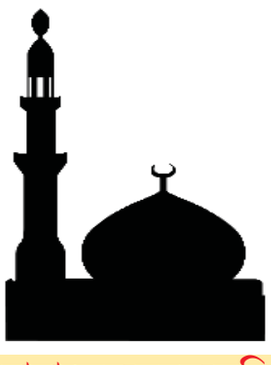

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০১
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪৩	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

চীনে আবাসিক ভবনে আগুন, নিহত ১৫

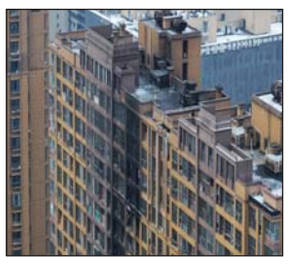

আপনজন ডেস্ক: চীনের পূর্বাঞ্চলে নানজিংয়ে আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৪৪ জন।

জানা গেছে, শুক্রবার ভোররাতে ওই ভবনটিতে আগুন লেগে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। ভবনটি নানজিং শহরের ইউহুয়াতাই জেলায় অবস্থিত। ৮০ লাখ লোক অধ্যুষিত নানজিং শহরটি সাংহাই নগরী থেকে ২৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে।

ইয়াসির আরাফাতের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত ফিলিস্তিনি নেতা ও দেশটির প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাতের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। সম্প্রতি গাজা সিটিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলার লক্ষ্যবস্তু হয় বাড়িটি। আনাদোলু এজেন্সিসহ মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়াসির আরাফাত ফাউন্ডেশন ওই বাড়িটিকে যাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। হামলায় বাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ইয়াসির আরাফাত ফাউন্ডেশন বাড়িটিকে যাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের সংস্কৃতি মন্ত্রী আতেফ আবু সাইফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আমাদের নেতাইয়াসির আরাফাতের বাসভবনকে টার্গেট করে দখলদাররা যে হামলা চালিয়েছে, তা তাদের অব্যাহত হামলার ধারাবাহিকতা। আমাদের জনগণের মর্যাদা ও সংগ্রামের প্রতীক মুছে দিতেই ইসরাইলি হামলা চালানো হয়েছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আরাফাতের ১৯৯৫ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কাটানো বাড়িটির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরেছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

বাসভবনে ইয়াসির আরাফাতের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জিনিসপত্র রয়েছে।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ইলন মাস্কের নাম প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: বাকস্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষ নেওয়ায় নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন ইলন মাস্ক।

এই বিশেষ সম্মানের জন্য তার নাম মনোনীত করেছেন নরওয়ের এমপি মারিয়াস নিলসেন।-খবর নিউ ইয়র্ক পোস্ট। টেসলা, স্পেসএক্সের সিইও মাস্ক সোশ্যাল মিডিয়ায় বাকস্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছেন। তার প্রশংসা করেছেন মুক্তচিন্তার পক্ষে থাকা নরওয়ের এমপি নিলসেন। তিনি উল্লেখ করেন, সারা বিশ্বে আলোচনা ও মুক্তচিন্তার জন্য লড়াই করছেন মাস্ক। সারা বিশ্ব যখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত, তখন তিনি বাকস্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইউক্রেনকে সাহায্য করেন মাস্ক। তার সাহায্যেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছে, সমন্বয় রক্ষা করতে পেরেছে এবং রাশিয়ার আক্রমণের পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ইউক্রেন।

মাস্কের প্রশংসা করে নিলসেন বলেন, মাস্ক যে প্রযুক্তিসংক্রান্ত সংস্থা তৈরি করেছেন বা অধিগ্রহণ করেছেন, সেই সংস্থাগুলো সমাজের উন্নতি, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করা এবং সারা বিশ্বে সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। এর ফলে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ব আরো সুরক্ষিত হয়ে উঠেছে।

ইয়েমেনে আবারো হামলা চালাল আমেরিকা-ব্রিটেন

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় আল-হুদেইদা প্রদেশের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী। লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ইসরায়েলের জাহাজে যে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা তার জের ধরেই মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনারা ইয়েমেনের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন চালাল। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যে বর্বর যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে হুথি বিদ্রোহীরা চলাচলকারী ইসরায়েলের জাহাজ লক্ষ্য করে প্রথমে হামলা শুরু করে। পরে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেন বিমান হামলা চালালে হুথি গোষ্ঠী ওই অঞ্চলে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সমস্ত জাহাজকে বৈধ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঘোষণা করে।

ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সাবা জানিয়েছে, শুক্রবার শেষ বেলায় হুদেইদা প্রদেশের আল-কুয়াইজি এলাকায় মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী দুই দফা হামলা চালায়। তবে এতে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানাতে পারেনি সাবা। এর কয়েক ঘণ্টা আগে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী ইয়েমেনের রাস ইসা বন্দরে তিনটি হামলা চালায়। এদিকে, সুয়েজ খাল এড়িয়ে চলার ঘোষণা দিয়েছে ডায়না শিপিং কোম্পানি।

কোম্পানিটি বলেছে, লোহিত সাগরে হামলা এবং গোলযোগপূর্ণ অবস্থার কারণে তারা এই রুট এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৫৪ সংখ্যা, ১২ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

জিহ্বার বিষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় বলিয়াছেন–"শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।" কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর 'বাবু' রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ 'পারিষদ' আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন–বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।' আমরা আসলে এই 'কুসিত কালচার' হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল–ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে 'জিহ্বা সংযত রাখা' বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন–'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন–এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল–বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন–কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল–তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

• • • • • • • • • • • • •

আদিনা মসজিদ বিতর্কের আড়ালে রয়েছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি

ভোট আসলে যত সব মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়। কয়েক দশক থেকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ভঙ্গুর করে তুলেছে ধর্মীয় উসকানি। তবে রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ নতুন ঘটনা নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে সুচতুর ভাবে বহুদিন ধরে। ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী, দলিত প্রার্থীরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বঞ্চিত এবং নানা দলের অধীনে একজন কর্মী হিসেবে কাজ করে। যদিও তারা নানা পদে অধিষ্ঠিত কিন্তু তাদের পদমর্যাদা মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিভিন্ন প্রান্তে রাজনীতিতে ও সমাজে মেরুকরণ শুরু হয়। তা নিয়ে লিখেছেন ড. মুহাম্মদ ইসমাইল।

ভোট আসলে যত সব মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়। কয়েক দশক থেকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ভঙ্গুর করে তুলেছে ধর্মীয় উসকানি। তবে রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ নতুন ঘটনা নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে সুচতুর ভাবে বহুদিন ধরে। ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী, দলিত প্রার্থীরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বঞ্চিত এবং নানা দলের অধীনে একজন কর্মী হিসেবে কাজ করে। যদিও তারা নানা পদে অধিষ্ঠিত কিন্তু তাদের পদমর্যাদা মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি গোষ্ঠীর হাত ধরে রাজনীতিতে ও সমাজে মেরুকরণ শুরু হয়। তার ফলে উন্নয়ন, বেকারত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনের আড়ালে। ভোট এলে জম্মু-কাশ্মীর, পাকিস্তান, মন্দির, মসজিদ, দেবতা, হিন্দু, মুসলমান প্রধান অ্যাজেন্ডা হয়ে ওঠে। দেশজুড়ে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনা সমানেই চলছে থাকে। অন্যদিকে উসকানিমূলক বক্তব্য থেকে শুরু করে নানা উগ্র সংগঠনের বিভাজনের বীজ বপন করে চলেছে। কেন্দ্র রাজনীতিতে থাকার এই সমস্ত কর্মকাণ্ড পরোক্ষভাবে সমর্থন পাচ্ছে ও তার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বিবাদ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। বাবরি মসজিদ মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু সমাজের একাংশ মনে করেছিল দীর্ঘ সমস্যার অবসান হলোভোট রাজনীতিতে এবং ধর্মব্যবসায়ীদের বাবরি মসজিদ উসকানির অ্যাজেন্ডা শেষ হল। কিন্তু একাংশের প্রত্যাশা মতো আবার নতুন ভাবে বিবাদ শুরু হলো আর এক মসজিদ নিয়ে। জ্ঞান ব্যাপী মসজিদ বহুকালের পুরানো মসজিদ যা ঐতিহ্যের উদাহরণ ও ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে তা নিয়ে বিবাদ শুরু করল। হয়ত বাবরি মসজিদের মতোই তথ্য প্রমাণ ছাড়া মানুষের ভাবাবেগের উপর নির্ভর করে মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে রায় হবে।

নানা সংগঠন ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘুদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপর কুঠারাঘাত করছে অন্যদিকে মুসলমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস মুছে ফেলার প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই তারা, একদিকে গুরুত্বপূর্ণ নাম গুলো পরিবর্তন করে হিন্দু দেব -দেবী ও ধর্মীয় নামকরণ করছে। অন্যদিকে মুসলমান শাসকদের প্রতিষ্ঠিত ইমারত, প্রসাদ, মসজিদ প্রভৃতি দখল করে নিজেদের মতো করে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছে। সকলেই অবগত, বিশ্বনাথ মন্দির বিশ্বখ্যাত তার এক প্রান্তে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ বহুকাল ধরে রয়েছে যা নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। পাশাপাশি বসবাস ও ধর্মচর্চা চলে আসছে আমাদের দেশে।শুধু তাই নয় বিবাহ, উৎসব, পূজা-পার্বণ, ঈদ, রাজনীতি, মেলা, খেলাধুলা বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে বসবাস সবকিছু একই ছাতার তলে। তাই মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদিও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তবু সংখ্যাগুরুরা নানা সুযোগ সুবিধা পায় তেমনি ভাবে সরকারি রেলওয়ে স্টেশন, পুলিশ স্টেশন প্রভৃতি জায়গায় মন্দির নির্মাণ হয়েছে ধর্মীয় চর্চা করার জন্য অথচ এখানে হওয়ার কথা ছিল না। এটাই স্বাভাবিক, মানুষ যেখানে থাকবে, খাবে, উঠাবসা করবে সেখানে ধর্মীয় চর্চার জন্য মন্দির মসজিদ থাকবে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠরা নানা সরকারি অফিসে, বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে সকল জায়গায় পূজা পার্বণের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য মসজিদ না থাকাই তারা খোলা ফাঁকা জায়গায় নামাজ আদায় করেন। কিন্তু বর্তমানে তা নিয়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। কিন্তু কথা হল তা নিয়ে কোন অশান্তি ছিল না বহুকাল, কেউ প্রতিবাদ করেনি অথবা যে সমস্ত সরকারি ভবনে সরকারি জায়গায় অফিসে আদালত ও নানা জায়গায় মন্দির নির্মাণ হয়েছে ও পূজা পার্বণ চলছে তা নিয়ে তো প্রতিবাদ হয় না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানে সেখানে সরকারি জায়গা দখল করে এভাবে মন্দির গজে উঠছে প্রতিনিয়ত তা নিয়ে কোনোদিন কেউ প্রতিবাদ করেনি। ধর্ম কর্ম নিজেদের মতো করে সকলেই চর্চা করেন। এবার তীব্র হল সেই প্রতিবাদ। সবটাই রাজনীতি ও কিছু সংগঠনের উসকানির ফলাফল। কেন্দ্রে এমন একটি সরকার চলছে যা কেবল ধর্মীয় মেরুকরণ করে ক্ষমতা দখল করতে চাই। সারা বছর ধরে মাত্র চৌদ্দ শতাংশ মানুষের নিয়ে কথা, উসকানিমূলক বক্তব্য, এনপিআর, এনআরসি, নাগরিক আইন, তিন তালাক, বহু বিবাহের মতো নানা আইন কানুন নিয়ে মেতে রয়েছে। ধর্মীয় নানা বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী ও মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে, নানা রাজ্যে দুর্নীতিতে ডুবন্ত, শিক্ষার বেহাল দশা, রোজকার নেই, বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ ছুঁয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া তা নিয়ে কোন ভাবনা নেই। অথচ ৭০০- ৮০০ বছরের নানা স্থাপত্য শিল্প, ইমারত, সংস্কৃতির প্রতীক ও ভাস্কর্যের মধ্যে মূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে একদল সংগঠন ও কয়েকটি রাজনৈতিক দল। নতুন করে বিতর্কের দানা মালদার আদিনা মসজিদ নিয়ে যা ১৩৭৫ সালে নির্মিত ইসলামিক মসজিদ। শুধু তাই নয়, আদিনা মসজিদ একটি এএসআই তালিকাভুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ এবং ক্রমিক নাম্বার এন ডাব্লিউ বি- ৮১। যেখানে বাংলা, আরবি, ফারসি ও বাইজেনটাইন স্থাপত্যের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর মসজিদ যা উত্তর দক্ষিণে ৫২৮ ফুট লম্বা ও ৩২২ ফুট চওড়া। এই মসজিদে ২৬০ টি পিলার বা থাম আছে ও ৩৮৭ টি গম্বুজ আছে।কয়েকশো বছরের পুরানো একটি মসজিদ হঠাৎ করে নাকি আদিনাথের মন্দির বলে দাবি করা হচ্ছে। তাও একজন সাধুসন্ত, কোনো ইতিহাসবিদ হলে বিষয়টা ভাবার ছিল। আর তার পেছনে হই হই করছে কিছু ভক্ত ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের লোকজন। ভারতবর্ষের এমন কোন মন্দির আছে চার পরিকাঠামো মসজিদের মতো ও এমন কোন মন্দির আছে যার উপর ৩৮৭টি গম্বুজ নির্মাণ করা যাবে মন্দির কে ভেঙেচুরে। সহজে অনুমেয় এত বড় পরিকল্পিত মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা যায় না বা মন্দিরকে মসজিদের রূপান্তরিত করা যায় না।

পরিকল্পিত ভাবে কিছু সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পরামর্শে ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলমান ত্রাস খেলার চেষ্টা হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করা যায়। তবে আদিনা মসজিদের গায়ে নানা জায়গায় বর্তমানে দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে তা সকল দর্শনার্থীদের অবগত এবং তা কীভাবে মসজিদের গায়ে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে রহস্য রয়েছে সকলেরই। তবে আদিনা যে মসজিদ তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না এবং স্বাভাবিকভাবেই না থাকারই কথা। পরিষ্কারভাবে ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সিকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি রাজকীয় মসজিদ তিনি ইলিয়াস শাহী রাজবংশের সদস্য ছিল। যদি মন্দির ছিল তবে দীর্ঘ প্রায় ৭০০ বছরের শাসনে তার খতিয়ান নেই। মসজিদের গায়ে মূর্তি তৈরি হয়েছে একদা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মুসলমান শাসনের অবসানের পর যেমন ভাবে বাবরি মসজিদের ভেতরে মূর্তি ঢোকানো হয়েছিল। যদিও আদিনা বর্তমানে আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে যেখানে মন্দির-মসজিদ নিয়ে প্রশ্ন আসার কথা নয়। এই মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও হয় না। এটি বর্তমানে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ও করুকার্য, স্থাপত্যশিল্প, কাঠামো বর্তমানের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা। তারপর এই সমস্ত ইমারত এগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি ছড়ানো অপরাধ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে ও বিভাজনের রাজনীতির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে ভাগ করার প্রয়াস চলছে। যার ফলাফল বর্তমানে দুই রাজনৈতিক দলেরই হবে।

একদিকে সংখ্যালঘুরে ভয়ে রাজ্যের শাসক দলকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাদের চাওয়া পাওয়া, উন্নয়ন, নানা সমস্যাগুলো ঢাকা পড়ে যাবে এবং তারা বাঁচার তাগিদে বিজেপিকে পরাজিত করতে একত্রিত হয়ে তৃণমূলকে ভোট দেবে। অন্যদিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো একত্রিত হলে বিজেপি সুবিধা পাবে।।

আদিনা কে কেন্দ্র করে রাজ্যের মানুষের মধ্যে যে মিলনের সংস্কৃতি ও সম্প্রীতিকে নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। সকলের সতর্ক থাকা উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে যা নষ্ট হলে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও সমাজব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে যায়। তাই এমন অশুভ শক্তিগুলোকে প্রতিহত করে বাংলা ও ভারতের সম্প্রীতি বজায় রাখা। কারণ এমন হাজার হাজার আদিনা মসজিদকে কে মন্দিরে রূপান্তরিত করলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুরা হবে না। যেখানে রেল থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থা, কলকারখানা, জাতীয় সম্পত্তি, রাস্তাঘাট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ঋণ ও বেকারত্বের যন্ত্রণা যেখানে চরম সেখানে মন্দির-মসজিদ নিয়ে ঝগড়া করলে আরো নিঃস্ব হয়ে যাবো নিজেরা। তাই আমাদের সকলের উচিত বর্তমানের কর্মপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বাভাবিক ও সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দেওয়া। জাতের লড়াই দূর করে ভাতের জন্য সকলে একত্রিত হওয়া।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

লেখক: অধ্যাপক দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

কৃষকদের দিল্লি অভিযান: সামনে নির্বাচন, তবুও মোদি কেন নির্বিকার/১

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের কৃষকসমাজ খেত ছেড়ে আরও একবার রাজপথে। চার বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এত বড় আকারে কৃষকেরা শুরু করেছেন তাঁদের দিল্লি অভিযান। প্রধান দাবি, উৎপাদিত ২৩টি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা 'এমএসপির' আইনি বৈধতা। সরকারের সঙ্গে চারটি নিষ্ফলা বৈঠকের পর গত বুধবার থেকে কৃষকেরা আবার শুরু করেছেন তাঁদের 'দিল্লি চলো' অভিযান। এ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা নতুন করে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছেন কৃষকনেতাদের।

আন্দোলনের শুরু, দিল্লি অভিযান ও আইন প্রত্যাহার

২০২০ সালের ৯ জুন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি সংস্কারের নামে তিনটি অর্ডিন্যান্স আনে। তখন থেকেই শুরু অসন্তোষ। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষকসংগঠন অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতায় নামে।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও দাক্ষিণাত্যেও শুরু হয় প্রতিরোধ। নির্বিকার সরকার সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে বিনা আলোচনায় তিনটি অর্ডিন্যান্সই আইনে পরিণত করে। সেটা ছিল আগুনে ঘৃতাহুতি। তিনটি আইনের প্রথমটির মাধ্যমে সরকার-নিয়ন্ত্রিত পাইকারি কৃষিবাজার (মান্ডি) কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এই মান্ডি ব্যবস্থা কৃষক ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কৃষকদের আশঙ্কা, প্রথম আইন (কৃষির করপোরেটাইজেশন) সেই সম্পর্ক মুছে দেবে। দ্বিতীয় আইনে নিশ্চিত করা হয় চুক্তিভিত্তিক চাষ বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং।

কৃষকেরা মনে করেন, ওই আইন করপোরেটদের করে তুলবে কৃষি ও কৃষকদের নিয়ন্ত্রক। তারাই হবে যন্ত্রী, কৃষককুল যন্ত্র।

তৃতীয়টি আইনটির মাধ্যমে বিলোপ করা হয় চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুতের ঊর্ধ্বসীমা। তুলে দেওয়া হয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

আইনে বলা হয়, আলু বা পেঁয়াজের মতো পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে দাম ৫০ শতাংশ ও অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বেড়ে গেলে সরকার হস্তক্ষেপ করবে। তা না হলে বাজারই সর্বেসর্বা। কৃষকদের অভিযোগ, তিনটি আইনের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার কৃষিক্ষেত্র বৃহৎ বেসরকারি শিল্পপতি বা করপোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। সেটা করা হচ্ছে কৃষি সংস্কারের নামে।

তিন আইন কৃষকসমাজকে সংঘবদ্ধ করে তোলে। দেশের ছোট-মাঝারি-বড় পাঁচ শতাধিক কৃষকসংগঠন একজোট হয়ে গড়ে তোলে সংযুক্ত কিষান মঞ্চ (এসকেএম)। সিদ্ধান্ত হয়, আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে শুরু হবে দিল্লি অভিযান।

শীত আসার আগেই লাখো কৃষক জড় হন দিল্লির সীমান্তে। অবরুদ্ধ হয়ে যায় দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের সীমান্তগুলো। মূল দাবি, তিন আইন বাতিল ও আইনের মাধ্যমে ফসলের ন্যূনতম দাম বা 'এমএসপি' নিশ্চিত করা। আন্দোলন ভাঙতে সরকার চেষ্টার অন্ত রাখেনি। প্রধানমন্ত্রী মোদি কখনো আন্দোলনকারীদের 'ফরেন ডেসট্রাকটিভ ইডিওলজি' বা এফডিআইয়ের সঙ্গে তুলনা করেন। কখনো বলেন, ওরা খালিস্তানি। কখনোবা বলেন, কৃষকনেতারা আন্দোলনজীবী। আন্দোলন না করলে তাঁদের পেট ভরানো কঠিন। এগারো দফা আলোচনা চললেও সমাধানের সূত্র থাকে অধরা। কৃষক ঐক্যও অটুট থাকে। শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের নভেম্বরে তিনটি আইন খারিজ করতে বাধ্য হয় সরকার; যদিও অমীমাংসিত থাকে এমএসপির আইনি বৈধতার প্রশ্নটি।

এমএসপির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এম এস স্বামীনাথনের নাম। কৃষকদের কাছে তিনি প্রণম্য। কৃষি সমস্যা ও স্বামীনাথন কমিশন তামিলনাড়ুর এই কৃষিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ জিনতত্ত্ববিদ ভারতের কৃষিবিপ্লবের জনক। ষাটের দশকে প্রধানত ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে স্বামীনাথনের নেতৃত্বে ভারতে ঘটে যায় সবুজ বিপ্লব। ধান ও গমের জাত পরিবর্তন করে তা উচ্চ ফলনশীল করে তোলা, সেচের বিজ্ঞানসম্মত বিস্তার, প্রয়োজনীয় সার ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন তিনি। সেই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন নোবেলজয়ী মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী নর্মান বোরলাগ।

ভারতে কৃষিকাজে যে গণ-আন্দোলনের জন্ম তাঁরা দেন, তা ছড়িয়ে পড়ে উপমহাদেশের অন্যত্র। কৃষকদরদি এই বিজ্ঞানীর নেতৃত্বেই ২০০৪ সালে গঠিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল কমিশন ফর ফারমার্স' (এনসিএফ)। সেটাই স্বামীনাথন কমিশন নামে পরিচিত। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে কমিশনের মোট পাঁচটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা পড়ে। পঞ্চম প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সবুজ বিপ্লবের সুফল যত কমতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে কৃষক অসন্তোষ ও আত্মহনন।

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কীভাবে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়, স্বামীনাথন সেই পথ বাতলেছিলেন। সেখান থেকেই জন্ম ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও তার ফর্মুলা।

স্বামীনাথন বলেছিলেন, ফসল উৎপাদনে কৃষকের যা খরচ হয়, তা ন্যায্যমূল্যে বিক্রির জন্য রাষ্ট্রকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। সেই ন্যায্যমূল্যটিই হলো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইজ বা এমএসপি। এটাই হবে চাষিদের কাছে সরকারের আশ্বাস। তাঁরা উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত দাম না পেলে সরকার এমএসপি দিয়ে তা কিনে নেবে, যাতে দেশের অন্নদাতাদের ঋণের ফাঁদে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করতে না হয়।

স্বামীনাথনের এসএমপি ফর্মুলা ছিল 'সি২ + ৫০%'। ফসল উৎপাদনে কৃষকের মোট খরচ 'সি২'। এর মধ্যে জমির ভাড়া, বীজ, সার, সেচের জল যেমন 'ইনপুট কস্ট', ততটাই হিসাবের মধ্যে আনতে হবে কৃষক ও তাঁর পরিবারের শ্রম, যা এ দেশে প্রায় দেখাই হয় না। এই 'ইনপুট কস্ট' দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হলো, তার ৫০ শতাংশ যুক্ত হবে এমএসপি নির্ধারণে। সহজ হিসাব, এক টন ফসলের ইনপুট কস্ট ১০০ টাকা হলে তার ন্যূনতম দাম হবে ১৫০ টাকা। টনপ্রতি ওই ৫০ টাকা কৃষকের লাভ।

সৌ: প্র: আ:

আগামীকাল সমাপ্ত...

প্রথম নজর

স্টেশনে হকার উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে জয়নগরে বিক্ষোভ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রেল হকারদের উচ্ছেদ বন্ধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে শনিবার বেলায় জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃনমূল কংগ্রেসের হকার ইউনিয়নের সদস্যরা।এদিন শতাধিক হকার এই মিছিলে অংশ নেন।জয়নগর মজিলপুরের দুটি প্ল্যাটফর্মে এই মিছিল সহকারে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।এবং স্টেশন মাস্টারের কাছে স্মারকলিপি জমা ও করা হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।এ ব্যাপারে হকার ইউনিয়নের জয়নগর মজিলপুরের সদস্যরা বলেন, আমরা বহু বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকারি করে, ছোট খাটো দোকান দিয়ে সংসার চালাই। কিন্তু সম্প্রতি আমরা জানতে পারি আমাদের কে প্ল্যাটফর্ম থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তাই আমরা চাই আমাদের উচ্ছেদ করলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তবে উচ্ছেদ করতে হবে। না হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহওর আকার নেবে।আমরা গরিব, আমাদের এভাবে উচ্ছেদ করলে আমাদের কি হবে। তবে এদিন এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন মাস্টারের তরফে কিছু মন্তব্য করা হয়নি।

ট্রাফিক সচেতনতার পাঠ প্রত্যন্ত গ্রামে

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: অভিনব উদ্যোগ্যে দেওয়া হল ট্রাফিক সচেতনাতার বার্তা। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানা ও ট্রাফিক এবং কান্দি থানার উদ্যোগে এবং জীবন্তি হল্ট শান্তি কমিটির সহযোগীতায় পালিত হল"সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ" কর্মসূচি। বাইক আরাহৌদের হেলমেট পরা থেকে শুরু করে ট্রাফিক আইন মেনে চলাসহ বিভিন্ন পথ-নিরাপত্তা বিধি নিয়ে শিক্ষার্থী এমনকি রাস্তার মাড়ে মাড়ে ব্যানার, পাস্টোর দিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতনাতার বার্তা দেওয়া হয়। শনিবার জীবন্তি হল্টের একাধিক গ্রামের মানুষ এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে দূর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দিতে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌছে গেলেন পুলিশ প্রশাসন। এই

কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন গোকর্ণ বিট হাউসের ওসি বসন্ত কবিরাজ, কর্ণসুবর্ণ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রাজিব মল্লিক , তৎসহ উপস্থিত ছিলেন আজিমগঞ্জ আরপিএফ অফিসার মিস্টার এ কে সিং এবং রেলের ডিপার্টমেন্ট আইবি রাজা রাম রয় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর মহিলা থানার এএসআই কাকলি মুখার্জি মহাশয়া। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক অনারুদ্দিন খান।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে রাজ্য সড়কে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা নিয়ে গোকর্ণ বিট হাউসের ওসি বসন্ত কবিরাজ বলেন,হেলমেট ব্যাবহার করলে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অনেকটাই মুক্ত হওয় যাবে।

পদ্মায় ঘড়িয়াল ছাড়া হল সরকারি উদ্যোগে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাগরপাড়া থানার সীমান্তবর্তী চর কাকমারী পদ্মা নদীতে ঘড়িয়াল ছাড়া হল সরকারি ভাবে। কুমিরের মত দেখতে এই প্রাণী নদীতে ছাড়াই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চর কাকমারী সীমান্তের পদ্মা নদীতে সরকারী উদ্যোগে ঘড়িয়াল ছাড়া হল। শনিবার সকালে স্থানীয় প্রশাসন, বিএসএফ আধিকারিক, বিডিওর উপস্থিতিতে ৩৭টি ঘড়িয়াল ছাড়া হয়। ঘড়িয়াল একটি বিলুপ্ত প্রাণী। সংরক্ষণের জন্য পদ্মা নদীতে ছাড়া হল। এদের লম্বা ঠোঁট হয়। পুরুষ ঘড়িয়ালের লম্বা ঠোঁটের আগায় বলের মতন গোলাকার অংশ থাকে, যা ঘড়ার মতন দেখতে হয়,এইজন্য এদের নাম ঘড়িয়াল। এদের প্রজননের সময় শীতকাল। এপ্রিল মাসে মা ঘড়িয়াল নদীর চরে বালির মধ্যে গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর বাঁশার আশেপাশে ডিম পাহারা দেয় মা ঘড়িয়াল। বর্ষার আগে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এরা সাধারণত মাছ খেতে পছন্দ করে। শীতের সময় নদীর ওপরে উঠে রোদ পোহায়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ঘড়িয়াল ১০ থেকে ১৮ ফুট লম্বা হয়। এরা সাধারণত হিংস্র প্রাণী নয়। খুব একটা মানুষকে আক্রমন করে না। অবিকল কুমিরের মত দেখতে হওয়ায় অনেকেই কুমির মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সীমান্তের অনেক মানুষ নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই মাছ ধরতে গিয়ে ঘড়িয়ালের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করছে মৎস্যজীবিরা। পাশাপাশি নদীর ধারে চাষ আবাদ করে অনেক চাষী। তাদের মধ্যেও আতঙ্কের ছাপ। যদি উপরে উঠে এসে আক্রমন করে। এই নিয়ে চিন্তায় চাষীরা। সীমান্তের কিছু কিছু মানুষ মনে করছে চোরাচালান রুখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে ভয়ে কেও নদীতে নামতে না পারে। তাহলে চোরাচালান অনেকটাই কমবে বলে মত কিছু মানুষের।

লোকসভার ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: লোকসভার ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই রাজ্যে আসছে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

১ মার্চ আসছে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ৭ মার্চ রাজ্যে আসবে আরো ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

উত্তরপ্রদেশের জন্য ২৫২ কোম্পানি, পঞ্জাবের জন্য ২৫০কোম্পানি, গুজরাটের জন্য ২০০ কোম্পানি, জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে অনেক কম কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আগামী ৩ মার্চ কলকাতায় আছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। চার মার্চ সকাল সাড়ে নটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারা।

এরপর সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে শুরু হবে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক। সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত চলবে। পাঁচ মার্চ ভোটের সময় আইন কার্যকরের দায়িত্বে থাকা ইডি ,আয়কর দপ্তর, শুল্ক দপ্তর ,কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সহ বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং পুলিশের ডিজি সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। এরপর ঐদিন বেলা সাড়ে বারোটায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার।

আগামী ১৩ ই মার্চ পার হলেই যে কোনদিন লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট ও ঘোষণা করবেন নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোট একাধিক দফায় নির্বিঘ্নে করার জন্য ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই পয়লা মাছ রাজ্যে আসছে প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফের সাত মাছ আরো ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পা রাখবে।

অর্থাৎ ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় ১৫, ০০০ আধা সেনা জওয়ান। বঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন তাই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

হাতির হানায় জমির ফসল নষ্ট, মিলছে না উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতির হানায় একরের পর একর জমির ফসল নষ্ট, মিলছে না উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। ক্ষোভ বাড়ছে বিষ্ণুপুরের বাগডহরা বেলশুলিয়া এলাকায় ।

বাঁকুড়ার বিভিন্ন জঙ্গল থেকে ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের উদ্যেশ্যে ফিরতে শুরু করেছে বুনো হাতির দল। কিন্তু ফেরার পথেও বিষ্ণুপুর বনবিভাগের বগডহরা বেলশুলিয়া এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। হাতির মুখে প্রতিদিন একরের পর একর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় চাষি, বন দফতরের কর্মী ও হুলা পার্টির সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরেও ঠেকানো যাচ্ছে না ক্ষয়ক্ষতি। মিলছে না যথাযথ ক্ষতিপূরণও। অতয়েব এলাকা জুড়ে ক্রমশই তীব্র হচ্ছে মানুষের ক্ষোভ। মাস পাঁচেক আগে দলে দলে পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে দলমার হাতি ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ায়। বিভিন্ন জঙ্গল ঘুরে হাতির দল বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড় এলাকার জঙ্গলে হাতির দল গত কয়েকমাস ধরে স্থায়ী ভাবে থাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন বিষ্ণুপুর, জয়পুর এলাকার আলু চাষিরা। কিন্তু মাস পাঁচেক পর হঠাৎ সেই হাতির দল ফের পশ্চিম মেদিনীপুরের উদ্যেশ্যে ফিরতে শুরু করায় নতুন করে তৈরী হয়েছে আতঙ্ক। স্থানীয়দের দাবী পশ্চিম মেদিনীপুরে ফেরার পথে বিষ্ণুপুর লাগোয়া বাঁকাদহ ও জয়পুরের জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে হাতিগুলি। দিনের বেলায় হাতিগুলি জঙ্গলে ঘাটি গেড়ে থাকলেও সুর্য ডুবতেই জঙ্গল ছেড়ে সেগুলি নেমে আসছে জঙ্গল লাগোয়া ফসলের জমিতে। ইতিমধ্যেই এলাকায় বিঘের পর বিঘে আলু ও সবজীর জমি তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। খবর পেয়ে মাঝেমধ্যে হাতির দলকে ফের জঙ্গলে পাঠাতে হুলা পার্টি সচেষ্ট হলেও বুনো হাতির দলকে বাগে আনতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে তাঁদেরও । ফলে প্রতিদিন এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। এলাকার চাষিদের দাবী হাতির হানায় ক্ষতির পর সরকারী ভাবে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তার অঙ্ক ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। এই অবস্থায় এলাকা থেকে দ্রুত হাতির দলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী জোরালো হচ্ছে।

নৃসিংহপুরের বাসস্ট্যান্ড সংস্কার করার উদ্যোগ শুরু

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শান্তিপুরের নৃসিংহপুর ঘাটের বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। দুই জেলার মধ্যে সংযোগকারী ফেরিঘাটের পাশেই অবস্থিত এই বাস স্ট্যান্ড যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন বহু মানুষ চলাচল করেন এখান দিয়ে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা ঘাট থেকে এপারের শান্তিপুর নৃসিংহপুর ঘাটের মধ্যে ফেরি চলাচল হয় এখানে। তার পাশে বাস স্ট্যান্ড। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, দত্তপুলিয়ার মত বিভিন্ন জায়গার বাস যায় এখান থেকে। পাশাপাশি চলাচল করে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতকারী অটো, টোটো। অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে পড়ুয়া, ব্যবসায়ী সকলেই এই ফেরিঘাট হয়ে দুই জেলার মধ্যে চলাচলের সময় বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস বা অটো টোটো ধরেন। সেই বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের প্রতীক্ষালয় আছে। রয়েছে শৌচাগার। যদিও তা অনেকাংশে ব্যবহৃত হয় না। সেগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে নতুন রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বসানো হবে আলো। জোর দেওয়া হবে সৌন্দর্যায়নে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ডে এখনও নেই সিসি ক্যামেরা। তার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গয়না পরিষ্কার করার নামে ৫ লক্ষ টাকার সোনার অলঙ্কার নিয়ে চম্পট

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গয়না পরিষ্কার করার নামে কৌশলে এক পাট ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার নিয়ে চম্পট অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায়। এই ঘটনায় এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার খবর পেয়ে রাতে ওই এলাকায় ছুটে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।যদিও ততক্ষণে ওই দুই দুষ্কৃতী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।নিজের সামান্য ভুলে এবং অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করে সোনার গয়না হারিয়ে কার্যত ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা তথা পাট ব্যবসায়ী পাপ্পু চৌধুরীর বাড়িতে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দুই অপরিচিত ব্যক্তি আসে।তার পরেই বাড়ির কাঁসার বাসনপত্র পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা বলে।পাপ্পু বাবুকে জানায় তাদের কাছে বিশেষ পাউডার এবং স্প্রে রয়েছে।যা দিয়ে নিমেষে সোনার গয়না পরিষ্কার হয়ে যাবে।কিন্তু পাপ্পু চৌধুরী ওই দুই ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।এরপরই ওই দুই ব্যক্তি পাশের আরেক পাট ব্যবসায়ী কেশর মল জৈনের বাড়িতে ঢুকে তাঁর তিন তলার বসার ঘরে গিয়ে একই প্রস্তাব দেন।কেশর মল বাবু বিশ্বাস করে তাদের হাতে বেশ কিছু সোনার গয়না পরিষ্কারের জন্য দিয়ে দেন।

কিন্তু গয়না পরিষ্কার করার ছলে নিমেষের মধ্যে ওই গয়না গুলি হাপিস করে দিয়ে চোখের পলকের মধ্যেই তারা দ্রুত বেগে পালিয়ে যায়।বৃদ্ধ কেশর মলের চেঁচামেচি তে বাড়ির লোকজন বেরিয়েও ওই দুই দুষ্কৃতিকে ধরতে পারেনি।খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশে। সমস্ত ঘটনায় রাস্তায় থাকা সিসিটিভি ফুটেছে ধরা পড়েছে বলে খবর।ঘটনার তদন্তে নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কেশর মল জানান,ওই দুই অপরিচিত ব্যক্তি প্রথমে কোম্পানির লোকের পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে।বিশেষ পাউডার দিয়ে বাসনপত্র,সোনা ও রুপোর গয়না পরিষ্কার করে থাকেন বলে জানান। প্রথমে একটা কাঁসার বাটি পরিষ্কার করে দেখান।এরপর সোনার অলঙ্কার গুলো পরিষ্কার করার জন্য হাতে দিতেই সেগুলো নিয়ে তারা চম্পট দেয়।আড়াই ভরি সোনার বালা,১৫ গ্রাম ওজনের সোনার চেইন ও ৫ গ্রাম ওজনের সোনার আংটি নিয়ে তারা চম্পট দিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ রাতেই অভিযোগ নিয়ে গেছে।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে কংগ্রেসের সভা হাঁসন কেন্দ্রে

আজিম সেখ ও সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ২০২৪ এর লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে রামপুরহাট ২ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার হাঁসন কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের বুথ কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় কর্মীদের ব্যাপক সাড়ার ফলে নেতৃত্বগন বেশ উচ্ছসিত। জাতিয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মিল্টন রশিদ এদিন আলোচনা সভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যে আগামী দিনে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনকে আরো বৃহত্তর জায়গায় পৌঁছাতে হবে। বীরভূম যেমন একদা কংগ্রেসের ঘাঁটি ছিল পুনরায় আমরা এই বীরভূমকে কংগ্রেসের ঘাঁটি এবং শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করবো। বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল শেখ বলেন মানুষ বর্তমানে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা আবার একে একে কংগ্রেসের দিকে ফিরে আসছে। কেন্দ্রীয় সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি ও রাজ্যের সাম্প্রদায়িক দল তৃণমূলকে যেকোনো প্রকারে উৎখাত করতে হবে। কারণ এরা ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট ব্যাংক করার চেষ্টা করে।

নাসিরুল শেখ আরো বলেন, বর্তমানে সন্দেশখালিতে যেভাবে ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে আগামী দিনে যেন সারা পশ্চিমবাংলাতে অনুরূপ কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে তার আগে থেকেই এই স্বৈরাচারী দলকে বাংলা থেকে উৎখাত করতে হবে।

এদিনের দলীয় কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রশিদ, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল শেখ, হাসান কেন্দ্রের ব্লক সভাপতি শাহজাহান মাস্টার সহ বিভিন্ন দলীয় কর্মীবৃন্দ।

ভোটের আগে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দিকে দিকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করছে পুলিশ। চার দিনে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০ রাউন্ড গুলি সহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে ধৃতদের আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি বুধবার বহরমপুর থানা এলাকায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩ রাউন্ড গুলি সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২২ শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সালার থানার দত্তবরটিয়া এলাকা থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড গুলি এবং একটি ধারালো অস্ত্র সহ পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে। ওই দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার জিয়াগঞ্জ থানার বেনীপুর এলাকা থেকে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ অভিরাম বেহেরা নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেলে লালগোলা থানার চুয়াপুকুর এলাকা থেকে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ মুস্তাকিম শেখকে গ্রেফতার করে লালগোলা থানার পুলিশ। রানিতলা থানার পুলিশ এক অস্ত্র কারবারিকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আখরীগঞ্জের সাদেকের মোড় এলাকা থেকে শুক্রবার রাতে তৈমুর শেখকে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার রাতে ভগবানগোলা থানার লিয়াকতনগর এলাকা থেকে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে ভগবানগোলা থানার পুলিশ। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শনিবার ভোর রাতে বেলডাঙা থানার কাপাসডাঙ্গা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মসির আহমেদ নামের এক ব্যক্তিকে একটি পাইপ গান ও দু'রাউন্ড গুলি সহ গ্রেফতার করে বেলডাঙ্গা থানার পুলিশ। ধৃতদের সকলকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালত, কান্দি মহকুমা আদালত এবং বহরমপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

দিন কয়েক আগে বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর একসময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী এবং পরবর্তীতে তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তারপর থেকে একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়ে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের অন্তর্গত বিভিন্ন থানা এলাকায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে বারংবার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে।

তৃণমূলের প্রচারে সেই দিদিই

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে এখনো প্রার্থীর নামই ঘোষণা হয়নি।কে হবেন লোক সভা নির্বাচনে দিদির স্নেহধন্য প্রার্থী।তা এখনও নিশ্চিত হয়েও ওঠেনি। তবে লোক সভা নির্বাচনে প্রার্থী যেই হন না কেন। তৃণমূল কর্মীরা যে দিদির সৈনিক, সে কথা কিন্তু ভোট প্রচারে নেমে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন কর্মীরা। দিদির প্রকল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী, কৃষক বন্ধু, স্বাস্থ্য সাথী এই প্রকল্পগুলিকে সম্বল করেই আগামী লোক সভা নির্বাচনী প্রচারে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। শনিবার এমনই চিত্র দেখা গেলো নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকার বারা হায়দারপুর গ্রামে।দেওয়াল লিখনে প্রার্থীর নাম নেই। সেখানে দিদির উন্নয়নগুলিকে তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল কর্মীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অনুব্রতহীন বীরভূমে ফের বোমা উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার পাঁরুই থানার মহুলা গ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার। মহুলা গ্রামে ক্যানেল পাড় সংলগ্ন সরষে খেতের পাশেই একটি ড্রাম ও একটি ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি পাঁড়ুই থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সামনে লোকসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বীরভূমে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই বোমা গুলি মজুদ করছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন ।যদিও বীরভূম পুলিশ প্রশাসন অতি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ওই বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে বোম স্কোয়ার্ড কে খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়ার্ড এসে বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

বয়স্কদের নিয়ে সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: শনিবার সতীশ সামন্ত ট্রেড সেন্টারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ আরম্ভ হয় আইনি সচেতনতা শিবির। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির মূল বিষয় ছিল প্রবীণ নাগরিকদের বেঁচে থাকার জন্য আইনি অধিকার সম্পর্কে

সচেতনতা করা।এদিনের আইনি সচেতনতা শিবিরের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জাস্টিস ইন্দ্র প্রসন্ন মুখার্জি।পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ওল্ডেজ হোম থেকে প্রায় ৩০জন বয়স্ক নাগরিক অংশগ্রহণ করে,এছাড়াও আরো ২০০ জন বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করে,মূল মঞ্চের বাইরে তিনটি পরিষেবা প্রদান স্টল বসানো হয়েছিল।যার একটি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের স্টল।অন্যটি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের স্টল। যেখানে সরাসরি বার্ধক্য ভাতা অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার ব্যবস্থা ছিল।

ঘাট-পে-হাট কর্মসূচিতে বিডিও রিয়াজুল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে ও উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত রাখতে কুলগাছিয়ার মহিষরেখায় ঘাট-পে-হাট কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শনিবার। গঙ্গা দূষণ রোধ প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া-১নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,আমাদের সকলের মৌলিক দায়িত্ব এবং নৈতিক কর্তব্য হল, এই পতিত পাবন গঙ্গা-কে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক জানান,আমাদের সকলকে শপথ নিতে হবে যেন গঙ্গা-কে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা,শেখ মফিজুল,চম্পা সামন্ত,শেখ শওকাত আলি,মুনমুন সাউ প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: রক্তাক্ত স্মৃতিময় নিরলস সংগ্রামেরই প্রতীক ২১ ফেব্রুয়ারি
- নিবন্ধ: জাহানারা: মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাহজাদী
- অণুগল্প: রাত দুপুরের গল্প
- উপলব্ধি: ধর্ম ধার্মিক ও ধর্মস্থান
- ছড়া-ছড়ি: একুশ স্মরনে

রক্তাক্ত স্মৃতিময় নিরলস সংগ্রামেরই প্রতীক

২১ শে ফেব্রুয়ারি

বাংলা আজ কেবলমাত্র বাংলাদেশের ভাষা নয়, এটি বিশ্বের বাংলা ভাষী জনগণের নিকটে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি কারী পরিচিত ভাষা। বাঙালি ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত দিন হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণফসল হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় শহীদ দিবস হিসেবে ও পরিগণিত। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন তথা বাঙালি সংস্কৃতির হৃদপিন্ড। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান।**

বাংলা আজ কেবলমাত্র বাংলাদেশের ভাষা নয়, এটি বিশ্বের বাংলা ভাষী জনগণের নিকটে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি কারী পরিচিত ভাষা। বাঙালি ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত দিন হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণফসল হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় শহীদ দিবস হিসেবে ও পরিগণিত। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন তথা বাঙালি জাতির হৃদপিন্ড। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক্য - চেতনার অগ্নিস্মারক। রক্তে রঞ্জিত একুশে ফেব্রুয়ারিতেই মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বাংলার কিছু তরুণ তাদের তাজা প্রাণ অকাতরে আত্মোৎসর্গ করে বাংলার ইতিহাসে লাভ করেছে অমরত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধ জাগরণের দিন। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরুপ, এই মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জনগণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে ভাষা - বিক্ষোভ শুরু করেন এবং তা ১৯৪৮ সালের মার্চে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বিক্ষোভ করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ফলে আত্মহুতি দিতে হয় ভাষা শহীদ রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান, আব্দুস সালাম, আব্দুল বরকত। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতীবাদে উত্তাল হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে জমায়েত হন।বহু নির্যাতন ও বাধা সত্ত্বেও ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা রফিক, বরকত সহ অন্যান্য ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গনে গড়ে তুলেন স্মৃতি স্তম্ভ। কিন্তু তার তৎকালীন সময়ের সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ফলে জনতা আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৭ মে বাংলা কে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এর জন্য ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়।১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে ' বাংলা ভাষা প্রচলন বিল ' পাশ হয় এবং তা কার্যকর হয় ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান তৈরী হয়েছিল তখন এর দুটি ভৌগোলিকভাবে পৃথক অংশ ছিল, একটি পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তান নামে পরিচিত)। দুটি অংশই সংস্কৃতি এবং ভাষার অর্থে একে অপরের থেকে খুব পৃথক ছিলো।১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল যদিও পূর্ব

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বিক্ষোভ করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ফলে আত্মহুতি দিতে হয় ভাষা শহীদ রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান, আব্দুস সালাম, আব্দুল বরকত। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতীবাদে উত্তাল হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে জমায়েত হন। বহু নির্যাতন ও বাধা সত্ত্বেও ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা রফিক, বরকত সহ অন্যান্য ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গনে গড়ে তুলেন স্মৃতি স্তম্ভ।

পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষায়□কথা বলতেন। ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ১৮৮ টি দেশের সমর্থনের ভিত্তিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয় এবং ২০২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিপুঞ্জের সদস্য দেশগুলো তে মর্যাদার সঙ্গে মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।২১ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্য পূরণ করতে ঝরেছে রক্ত, খালি হয়েছে বহু মায়ের কোল। তবু ও বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের লড়াই ছাড়েন নি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা যে জয় নিয়ে এসেছিলেন, তা আজ ও কোনোমতেই ভুল বার নয়। রফিক, জাব্বার, সালাম, বরকত দের যে লড়াই আজও তা বিশ্ব মাঝে সমাদৃত। ভাষার জন্য এমন লড়াই কে প্রতি মহুর্তে কুর্নিশ জানায় গোটা বিশ্ব। বাঙালি ব্যাতিত আর কোন জাতি তার নিজের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন কিংবা সংগ্রাম করে নি। অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয় নি। অর্থাৎ ভাষা কে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও নতুন রাষ্ট্রের সূচনার নজির ইতিহাসে বিরল। ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনই নয়, এ হোলো জাতীয় জীবনে গতিশীল চেতনার উন্মেষ ঘটানোর পথ। এই ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল। তাই প্রতিবছরই ২১ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রচিত ' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি ' গানের করুন আওয়াজ আজ ও ভাষা শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিটি বাংলা ভাষী জনগণকে।

জাহানারা: মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাহজাদী

বেলায়েত হোসেন

মুঘল সম্রাট শাহজাহান তার জ্যেষ্ঠ কন্যা শাহজাদী জাহানারার সঙ্গে দাবা খেলায় মগ্ন ছিলেন, এরই মধ্যে সম্রাটের স্ত্রী মমতাজ মহলের কক্ষ থেকে খবর এলো, সম্রাজ্ঞী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। সংবাদ শুনে জাহানারা দৌঁড়ে মায়ের কাছে গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতাকে জানালো, তার মায়ের প্রসব যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, অনাগত শিশুর দুনিয়ায় আগমন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সম্রাট শাহজাহান তার দুই হেকিম বন্ধু আলিমুদ্দিন ও ওজির খানকে ডাকলেন কিন্তু তাদের যৌথ প্রচেষ্টায়ও মমতাজ মহলের সীমাহীন প্রসব যন্ত্রণা দূর হলো না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তার 'স্টাডিজ ইন মুঘল ইন্ডিয়া' গ্রন্থে কবি কাসেম আলী আফ্রিদির সূত্রে উল্লেখ করেছেন, এরূপ সঙ্কটময় অবস্থায় অসহায় জাহানারা গরিবদের মধ্যে নিজের অলঙ্কারাদি দান করে দেয় এবং মায়ের জন্য দোয়া করতে থাকে। উদ্দেশ্য, আল্লাহ যেন তার মাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলেন। অন্যদিকে প্রিয়তমা স্ত্রীর বেদনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন স্বয়ং সম্রাটও।

এই পেরেশানির মধ্যেই সম্রাজ্ঞী মুমতাজ মহলের গর্ভের ভেতর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শোনা গেল (কারো কারো মতে এটা বাচ্চার কান্না না, পেটের পীড়া জনিত সমস্যা)। যদুনাথ সরকার লিখেন, উপমহাদেশে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল– শিশু যদি মায়ের পেটে থেকেই কান্না শুরু করে তাহলে ওই মাকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে মমতাজ মহল প্রিয়তম স্বামী সম্রাট শাহজাহানকে নিজ শিয়রে ডেকে শেষবারের মতো ক্ষমা চেয়ে নিলেন। একই সঙ্গে একটি অন্তিম ইচ্ছার কথাও জানালেন, সম্ভব হলে তা পূরণ করার অনুরোধ করলেন। সম্রাট মুমতাজ মহলের হাতে কোমল স্পর্শ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমার সব ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করবো। জীবন সায়াহ্নে সম্রাজ্ঞী বললেন, জাহাপনা, "আমার ইন্তেকালের পরে আমার কবর ঘিরে এমন এক সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন, যার তুলনা আজও পৃথিবী দেখেনি।"

কিছুক্ষণ পরই সম্রাজ্ঞী গওহর আরাকে জন্ম দিয়ে চির নিদ্রায় শায়িত হন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, সম্রাট শাহজাহান আজীবন মুমতাজ মহলের মৃত্যুশোক ভুলতে পারেননি, জীবনের শেষ অবধি তার চেহারায় প্রিয়তমার বিয়োগব্যাথার অসহ্য চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়েছে।

জেড আই দেশাই 'শাহজাহান নামা অব ইনায়েত খান'-এ লিখেছেন, মুমতাজ মহলের ইন্তেকালের পরে সম্রাট সঙ্গীতধ্যান ছেড়ে দেন এবং সাদা ও ফিকে রঙের কাপড় পরতে শুরু করেন। ক্রমাগত কান্নার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, চশমা ছাড়া কাউকে ঠিকমতো চিনতেন না। সম্রাজ্ঞীর জীবদ্দশায় তার কোনো চুল-দাড়িতে পাক ধরলে তা উপড়ে ফেলতেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে তার সব চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যায়। এ পরিস্থিতির পর শাহানশাহ শাহজাহান জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা এবং পুত্র দারাশিকোহর ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শাহজাদীর বয়স যখন ১৭, তখন তার মা ইন্তেকাল করেন। তারপর তাকে 'বাদশাহ বেগম' উপাধি দেওয়া হয়। মুঘলীয় নারীদের সব থেকে সম্মানিত পদ এটি। বাদশাহ বেগম হয়ে তিনি তার এতিম ভাই-বোনদের লালন-পালন করতেন, শুধু তাই নয়; স্ত্রী হারিয়ে বিসষণ্ণ পিতা সম্রাট শাহজাহানকেও ছায়া দিয়ে আগলে রাখতেন জাহানারা। মুঘল সাম্রাজে 'বাদশাহ বেগম'-ই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী। এর আগে সম্রাজ্ঞী নূর জাহান সর্বপ্রথম 'বাদশাহ বেগম' উপাধী গ্রহণ করেন।

জাহানারা বাদশাহ বেগম হয়ে হেরেমের প্রশাসনিক অনেক কিছু রদবদল করেন। তাছাড়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্রসহ নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে পিতাকে সহযোগিতা করতেন তিনি। সেকালেই জাহানারার বার্ষিক আয় ছিল ৩০ লক্ষ রুপি।

বর্তমানে যা অন্তত দুই থেকে তিন বিলিয়ন রুপি হবে।

সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজারাও শাহজাদীকে খুব ভালবাসতো, এমনকি তার জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকত। ঐতিহাসিক রানা সাফভি বলেন, জাহানারাকে আমরা শাহজাদী আখ্যায়িত করব না কিংবা এও বলব না যে, তিনি শাহানশাহ শাহজাহানের কন্যা বা আওরঙ্গজেব আলমগীরের সহোদরা ছিলেন; বরং তিনি নিজেই ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের মালিক। তার পরিচয় তিনি 'জাহানারা'।

সাম্রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার পরামর্শ নেওয়া হতো।

জাহানারা জন্মগ্রহণ করে ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল। জন্মের পরে হুরি খানম বেগম নাম্নী এক দরবারীর স্ত্রী তাকে শাহী চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে রূপে-গুণে এক বিদুষী নারী হয়ে ওঠেন।

শের-আশআর, ছন্দ-কবিতা ও সাহিত্য চর্চায় তার বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। ফার্সিতে তার দুটি গ্রন্থও রয়েছে।

১৬৪৮ সালে নতুন শহর 'শাহজাহানাবাদ'-এর গোড়াপত্তন হয়। এখানে নির্মিত হয় ১৯টি সুরম্য প্রাসাদ, যার পাঁচটি নির্মিত হয় জাহানারার সরাসরি তত্ত্বাবধানে। সুরাত বন্দরের সমস্ত রাজস্ব তার নামেই আসত।

'সাহেবী' নামে তার একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ছিল, এটি ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসার মালামাল পরিবহন করত। তাছাড়া সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারেও বিভিন্ন দেশে মাল নিয়ে যাওয়া-আসা করত শাহজাদী জাহানারার 'সাহেবী'।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'ডটারস অব দি সান' গ্রন্থের লেখক আরা মাখোতি বলেন, "যখন আমি মুঘল সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করি তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই, শাহজাহানাবাদ বা আজকের পুরনো দিল্লী শহরের পরিকল্পনা ও মানচিত্র জাহানারার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। সেসময়ের সবচেয়ে সুন্দর ও অভিজাত বাজার চাঁদনি চকও শাহজাদীর কাছে ঋণী। মোটকথা, দিল্লিতে তার তুলনা ছিল না, দানশীলতা, মহানুভবতা এবং জনপ্রিয়তা–সবদিক থেকেই জাহানারা অদ্বিতীয়া ছিলেন। হেরেমের অভ্যন্তর এবং বাহির সবখানেই তার সৌন্দর্য, রূপ ও গুণের চর্চা হতো।"

১৬৪৪ সালে তিনি বড় একটি দুর্ঘটনার শিকার হন। কেল্লার ভেতর দিয়ে হাঁটা-চলা করছিলেন, হঠাৎ করিডোরে জ্বলতে থাকা একটি বাতি থেকে তার কামিজে আগুন লাগে। এরপর প্রায় ১১ মাস অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় কাটান। এ বিষয়ে মুঘল ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আসিফ খান দেহলবি বলেন, সেদিন জাহানারার জন্মদিন ছিল। বান্ধবীদের সঙ্গে রেশমী কামিজ পরে হেরেম থেকে বাইরে বের হচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি মোমবাতি থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। অনেক হেকিম-কবিরাজ দিয়ে জাহানারার চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কিছুতেই তার ক্ষত সেরে উঠছিল না। সম্রাট শাহজাহান এতে অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি রাজ্য পরিচালনা ফেলে দিয়েও কন্যার কাছে বসে সেবা-শুশ্রূষা করতেন প্রায় সময়। সর্বশেষ আরিফ নামের এক কৃতদাসের প্রস্তুতকৃত মলমে তিনি সুস্থ হন। সম্রাট শাহজাহান শাহজাদীর সুস্থতার আনন্দে উৎসবের আয়োজন করলেন। চারদিন পর্যন্ত উৎসব চলতে থাকলো। সম্রাট ক্রীতদাস আরিফকে দাড়িপাল্লায় তুললেন। সম-ওজনের স্বর্ণ ও অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত করলেন তাকে। সেই সঙ্গে গরিব-দুঃখীদের মাঝে লাখ লাখ টাকা বণ্টন করে দিলেন ও অসংখ্য বন্দিকে দিলেন মুক্তি।

জাহানারা অগ্নিদগ্ধ হবার পর শাহাজাদা দারাশিকোহর ষড়যন্ত্রে আওরঙ্গজেবকে সুবেদারি পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। বস্তুত এটি ছিল একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। শাহজাদা দারাশিকোহ ইচ্ছা করে উল্টাপাল্টা তথ্য দিয়ে সম্রাটের মন বিষিয়ে তুলে এমন করেছিল। শাহজাদী জাহানারা সুস্থ হয়ে প্রাণপ্রিয় ভাই আওরঙ্গজেবকে কাছে দেখতে পেলেন না। অথচ আওরঙ্গজেবকে তিনি সমীহ করেন, ভালোবাসেন। তার ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়পরায়ণতা জাহানারাকে স্পর্শ করে। ফলে না দেখার কারণ খুঁজে জানতে পারেন দারাশিকোহর ষড়যন্ত্রের কথা। জাহানারা সেই সময় শাহজাহানের কাছে গিয়ে আওরঙ্গজেবের জন্য সুপারিশ করেন এবং বলেন, সে নির্দোষ। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আপনি তাকে তার পদ পুনরায় ফিরিয়ে দিন। সম্রাট শাহজাহান জাহানারার সুপারিশে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে আবার তার পদে অধিষ্ঠ করেন।

শাহজাদা দারাশিকোহ ও শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ নিয়ে দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য শুরু হলে শাহজাদী জাহানারা দারাশিকোহর পক্ষ অবলম্বন করেন। অযোগ্য দারাশিকোহ ভ্রাতৃঘাতি এ যুদ্ধে পরাজিত হয়, সিংহাসনে আরোহন করেন আওরঙ্গজেব। বিজয়ী হবার আগে জাহানারা শাহজাহানের চার পুত্র এবং আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য বণ্টনের প্রস্তাব নিয়ে আওরঙ্গজেবের কাছে ছুটে যান। কিন্তু আওরঙ্গজেব বিভিন্ন কারণে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগ হন। তার মধ্যে দারাশিকোহ ও অন্যান্য ভাইদের হঠকারী আচরণ অন্যতম কারণ। বিপরীত মতাদর্শের হলেও জাহানারাকে পরিত্যাগ করেননি নতুন সম্রাট; বরং তাকে তিনি 'বাদশাহ বেগম' বিশেষ উপাধিতে সম্মানিত করেন। এটা জাহানারার পরম সৌভাগ্য কিংবা আওরঙ্গজেবের মহানুভবতা। তাছাড়া আওরঙ্গজেব এমনিতেও জাহানারাকে খুব ভালোবাসতেন। বড় এই বোনের কাছেই যে তিনি কুরআনে কারিমের বিশেষ এক পাঠ কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সম্রাট শাহজাহান যখন আগ্রার কেল্লায় চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন জাহানারা পিতার দেখভালের জন্য সাথে ছিলেন। আসিফ খান দেহলবি বলেন, ইন্তেকালের সময় মুমতাজ মহল প্রিয়তম স্বামী সম্রাট শাহজাহান ও জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারাকে ডাকেন এবং জাহানারার হাত ধরে তার থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেন যে, যা কিছুই ঘটে যাক জাহানারা যেন কখনোই পিতাকে একা ছেড়ে না যায়। মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে আজীবন পিতার সেবায় কাটান শাহজাদী জাহানারা। তিনি আওরঙ্গজেব ও দারাশিকোহর মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে একবার শাহানশাহকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দারাশিকোহর পক্ষাবলম্বন করছেন এবং দারার বিজয়কে কি সালতানাতের বিজয় আখ্যায়িত করবেন? বাদশাহ শাহজাহান 'হ্যাঁ' জবাব দেন। শাহজাহানের এই জবাব ছিল মূলত দারাশিকোর প্রতি অন্ধ টানের কারণে। তবে বিপরীতে আওরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও স্বীকার করতেন তিনি।

আরা মাখোতি বলেন, যখন পশ্চিমা পর্যটকগণ ভারতবর্ষে আসত এবং রাষ্ট্রে মুঘল নারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখত, তখন তারা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হতো। কেননা, সেসময়েও ব্রিটেনের নারীরা সমাজে তেমন মূল্যায়িত হতো না, ভারতের নারীরা যেমনটা হচ্ছিলেন।

পশ্চিমারা অবাক হতো- নারীরা কীভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করে, রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেয় এবং পুরুষের উপস্থিতিতেও তারা কীভাবে মূল্যায়িত হয়; বিশেষত শাহজাদী জাহানারা। তাদের দৃষ্টিতে এসবের মূল কারণ হয়, শাহজাদীর সঙ্গে সম্রাটের 'অবৈধ' সম্পর্ক। যদিও এমন ধারণা তাদের হিংসা ও হিংস্র মনোভাব বৈ কিছু না।

ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার তার গ্রন্থ 'ট্রাভেলস ইন দ্যা মুঘল এম্পায়ার' এ লিখেছেন, শাহজাদী জাহানারা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। শাহানশাহ তাকে খুব পছন্দ করতেন। জাহানারাও পিতার প্রতি এতই খেয়াল রাখতেন যে, দস্তরখানে কখনো এমন খাবার পরিবেশন করা হতো না, যা তার চোখের আড়ালে বা অনুপস্থিতিতে রান্না করা হয়েছে। শাহজাদী জাহানারা আজীবন কুমারী ছিলেন। আর তার এই কুমারিত্বের একাধিক কারণও বর্ণনা করা হয়। যেমন: তার জন্য কোন কুফু বা উপযুক্ত আমির কিংবা যুবরাজ পাত্র মেলেনি– এজন্য তিনি বিয়েও করেননি। ১৬৮১ সালের সেপ্টেম্বরে ৬৭ বছর বয়সে শাহজাদী জাহানারা মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ আওরঙ্গজেবের নিকট এমন সময় পৌঁছে, যখন তিনি আজমির থেকে দক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে সবে যাত্রা করেছেন। কিন্তু বড় বোনের মৃত্যু সংবাদে সৈন্যদের যাত্রা বিরতির আদেশ দেন এবং সেখানে তিন দিন শোক পালন করেন।

জাহানারার শেষ ইচ্ছানুযায়ী বিশিষ্ট সুফি বুযুর্গ হজরত নেজামুদ্দিন আওলিয়ার সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। তার অসিয়ত ছিল– তার কবর যেন পাকা করা না হয়। রানা সাফভি বলেন, জাহানারা এবং আওরঙ্গজেবের কবর খুব সাদামাটা পদ্ধতিতেই সম্পন্ন করা হয়েছিল, পাকা করা হয়নি।

খারাপ মানুষের খোঁজে

মোহাম্মদ কাইকুবাদ আলি

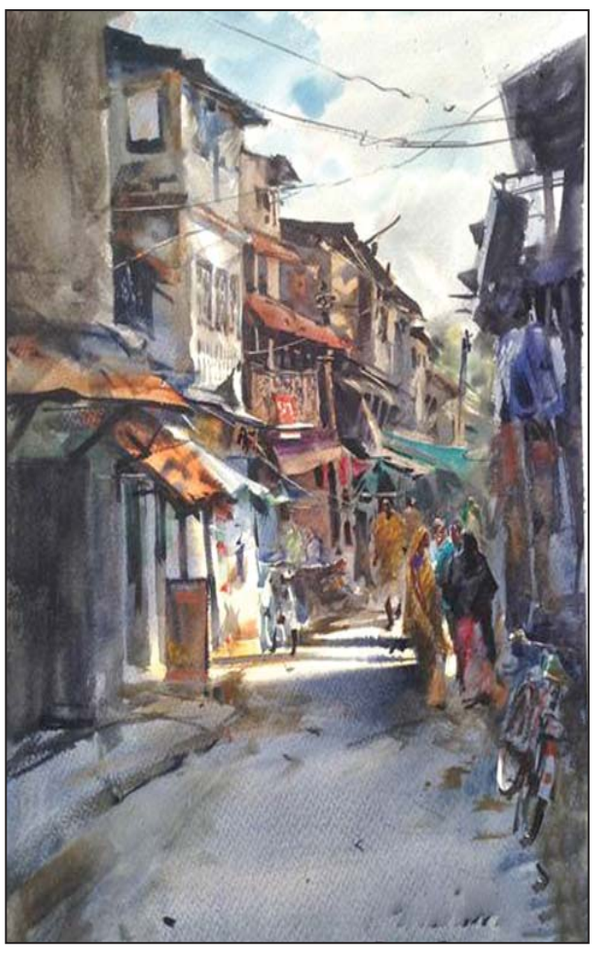

কেমন আছেন, ভাই?
সচরাচর এমন প্রশ্ন কেউ করে না আজকাল। রোজ কম করে শ-খানেক খদ্দের আসে এই দোকানে। যা দরকার তা চায়। টাকা দেয়। চলে যায়। অনেকেই আছে রোজ আসে। তবে কেউ ভুলেও এমন জিজ্ঞেস করে না।
সকালে দোকান খুলে গতরাতে শহর থেকে আনা সামগ্রী বের করে আপন আপন জায়গায় রাখছিলেন দোকানি।
হঠাৎ এমন প্রশ্ন শুনে সে অবাক হলেন। বলতে গেলে একপ্রকার ভালোই লাগলো। "ভালো আছি", এই বলে ঘুরে দেখলেন ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি। পাতলা শরীর। পরনে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা। দেখেই বোঝা যায় শিক্ষিত এবং ভদ্র।
তবে রাগটা হলো যখন সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আপনি কি খারাপ মানুষ?
- কি!
- মানে আপনি কেমন মানুষ? ভালো? না খারাপ?
এ আবার কি ধরনের প্রশ্ন! করো কি নিজেকে খারাপ মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালো লাগে? কেউ চাইবেও না। পৃথিবীতে সবাই নিজের কাছে ভালো মানুষ, তা সে যতবড় জাহান্নামীই হোক না কেন।
ব্যক্তিটির বয়সের কথা বিবেচনা করে দোকানি উত্তর দিলেন, ভালো। এবং বাকি জিনিসগুলো সাজাতে লাগলেন।
কিছুক্ষন পর দেখলেন, সেই ব্যক্তি এখনও দাঁড়িয়ে। দোকানের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন। কিছু যেনো খুঁজছেন। দোকানি আবার নিজের কাজে মন দিলেন। পাগল হলে, লাঠি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতেন।
তিনদিন আগে হাক্কানী সাহেব হঠাৎ স্বপ্নে দেখেন, তিনি মারা গেছেন। সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরিহিত তার দেহটি আকাশের দিকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। চারিদিক ধোঁয়াটে। পায়ের তলায় তার নিজের বাড়ি, আসে পাশের বাড়ি, গাছপালা, চাষের জমি, বাড়ির সামনের রাস্তা, সেটি গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়, পাকা রাস্তা মিশেছে গ্রামের মোড়ে; মোড়ের বাজার, দোকান-পাট, দোকানের আলো। সব যেনো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর হাক্কানী সাহেব ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছেন আকাশের দিকে। মেঘেদের ছাড়িয়ে।
হাক্কানী সাহেব এক টুকরো মেঘের উপর দাঁড়িয়ে। চারিদিকে কালো কুচকুচে অন্ধকার। মহাকাশ। হঠাৎ তার সামনের দিকে আলোর ঝলসানী। কে যেনো দাঁড়িয়ে। শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলোর অবয়ব। দূর থেকে ভেসে আসছে আযানের সুর। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ...
হাক্কানী সাহেব মনে মনে সেই ডাকের উত্তর দিলেন, লা হাওলা ওয়ালা কুয়ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল অলিউল আজিম...
তারপর দেখলেন, চারিপাশে তার মতো অজস্র মানুষ টুকরো টুকরো মেঘে চড়ে সেই আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার গায়েই সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা। গ্রামে হাক্কানী সাহেব একমাত্র ব্যক্তি যে নিয়মিত সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে বাইরে বেরোতেন। এখানে সবার পরনেই একই পোশাক। এদের অনেকে দুই হাত তুলে মোনাজাত করতে করতে যাচ্ছে; কেউ আবার মুখে ফিস ফিস করে কি পড়ছে, হয়তো কোরআনের কোনো আয়াত, কিংবা দরুদ কালাম। কেউ কেউ আবার অবাক হয়ে চারিদিক দেখছে। তার পাশ দিয়ে দুই বছর আগে বিগত হওয়া স্কুলের ক্লার্ক রহমান সাহেব চলে যাচ্ছেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। হাক্কানী সাহেব ঠিক চিনেছেন। ডাকলেন। কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই।
দূর থেকে ভেসে আসছে জিকিরের ধ্বনি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...
এত মধুর জিকিরের ধ্বনি হাক্কানী সাহেব এর আগে কখনোই শোনেন নি। রমজান মাসে, সাতাশে রাতে অনেকেই তারাবীহের নামাজের পর লাইলাতুল কাদার এর নামাজ পড়ে, সাথে তোলে এমন জিকিরও। মনে হচ্ছে এই জিকির মহাকাশের বুক থেকে বেরিয়ে আসছে।
হাক্কানী সাহেব মনে মনে বললেন, এই কি তবে কিয়ামতের দিন? পৃথিবীতে নিশ্চয় সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, এবং নাতি নাতনী সবাই কি তাহলে মারা গেছে! কি অদ্ভুত, তিনি বাম বুকে ব্যাথা অনুভব করলেন, হায় আল্লাহ। কোথায় তারা? তিনি শুনেছিলেন, মৃত্যুর পর মানুষের কোনো ধরনের অনুভূতি থাকে না। তবে, তার বুকে ব্যাথা কিভাবে?
হঠাৎ, সবাই কেমন যেনো চারপাশ থেকে হারিয়ে গেলো। হাক্কানী সাহেব আলোর মাঝে দাড়িয়ে একা। ভাসছেন আলোর এক নৌকায়। এক গম্ভীর গলায় কেউ যেনো বলছে, এই মোহাম্মদ গোলাম হাক্কানী, আজ তোর বিচার। তোর হিসেব হয়ে গেছে। তোর পাপের পাল্লা ভারী। তুই খারাপ মানুষ। তুই জাহান্নামে...
পুরো শরীরে ঘাম নিয়ে হাক্কানী সাহেবের স্বপ্ন ভেঙেছিল। তার স্ত্রী পাশে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি বিছানা ছেড়ে এক গ্লাস জল খেলেন। ঘড়িতে দেখতে যাবেন কি, ফজরের আযান ভেসে এলো গ্রামের মসজিদ থেকে। তিনি কলতলায় গিয়ে মুখ হাত ধুলেন। অজু করলেন। বারান্দায় ছোট আলমারির উপর থেকে জায়নামাজ নিলেন। পাশের ঘরে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন।
মোনাজাতে তার মনে পড়লো, তিনি পাপ করেছেন। তিনি খারাপ মানুষ। কিন্তু কি পাপ খুঁজে পাচ্ছেন না। জায়নামাজে বসেই নিজের জীবনকে মূল্যায়ন করে দেখলেন। অনেক ভাবলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না, তিনি কি এমন করেছেন যে নিজেকে খারাপ মনে হয়। যার জন্যে তাকে জাহান্নাম যেতে হতে পারে।
সকালে নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, রিনার মা। আমি কি খারাপ মানুষ?
- তা কেনো হতে যাবে? তুমি যে ভালো মানুষ সে সবাই জানে। আজ এত বছর ধরে...
স্ত্রীর কথা হাক্কানী সাহেবের আর শুনতে ইচ্ছা করলো না। সে সহধর্মিণী, তাই ভালো বলবেই।
হাক্কানী সাহেব সারা দুপুর বিছানায় শুয়ে থাকলেন, আর সেই স্বপ্নের কথা ভাবলেন। যোহরের আযান দিল। কলতলায় গেলেন। অজু করলেন। মসজিদের দিকে রওনা দিলেন। নামাজ শেষে ইমাম সাহেবকে বললেন, নিজের স্বপ্নের কথা। ইমাম সাহেব সাহেব বললেন, নিশ্চয় আপনার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়েছে। তওবা করেন আল্লাহর দরবারে। তিনি রহমানের রহিম। হাক্কানী সাহেব আস্তাগফিরুল্লাহ এর তাসবিহ পড়লেন। কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না। কি পাপ কাজ করেছেন, কেনোই বা তিনি খারাপ, সেটা জানা দরকার।
আসরের নামাজ পড়ার সময় হঠাৎ তার মাথায় এলো, তিনি কাউকে খারাপ মনে করেন নি কোনোদিন। সব মানুষই তার কাছে ভালো। মানুষের কর্ম খারাপ হতে পারে, মানুষ কোনোদিন খারাপ হয় না। যেহেতু নিজেকে খারাপ মনে হয়েছে, হাক্কানী সাহেব তাই খারাপ মানুষের সন্ধানে বেরোবেন। নিজের দোষে অন্য মানুষকে দেখলে মানুষের এক ধরনের আত্মতৃপ্তি থাকে। মনে হয়, আমি তো একা নই। তাই তিনি স্থির করলেন, খারাপ মানুষ খুঁজে বের করবেন। আর জানতে চাইবেন সে খারাপ কেনো। নিশ্চয় নিজের খারাপের কারণ খুঁজে পাবেন।
এই উদ্দেশ্যেই আজ তিনদিন হলো, হাক্কানী সাহেব গৃহত্যাগী। রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে যাচ্ছেন। একটাই প্রশ্ন করছেন, আপনি কি খারাপ মানুষ? তবে কেউ নিজেকে খারাপ স্বীকার করছেন না। যতই তিনি নিরাশ হচ্ছেন, ততই জিজ্ঞাসার ইচ্ছা বেড়ে যাচ্ছে।

ধর্ম, ধার্মিক ও ধর্মস্থান

ইয়েসমিন খাতুন

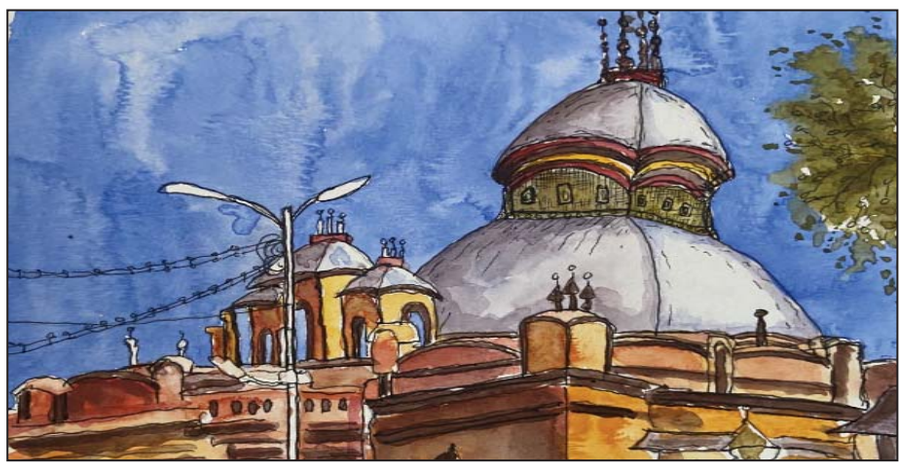

না, আমার ইসলাম ধর্ম - আমার কুরআন - আমার নবী পরধর্মে - ধর্মস্থানে আঘাত করতে শেখায় না। যদি করতে শেখাতো, তাহলে এই ভারত বর্ষে মোঘল সামাজ্য পৌনে এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিলো, এই দীর্ঘ সময়কালে আমার অ- মুসলিম বন্ধু ধর্মাবলম্বী দের একটাও ধর্মস্থান থাকতো না। ধর্ম কি কাকে বলে? ধর্মের সংজ্ঞাই বা কি? এ নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে যা দেখছি আমার দেশ ও পৃথিবীর জুড়ে তাতে মনটা খুব একটা ভালো নেই। ধর্ম বলতে এখন সহজেই যেটা অনুমেয় তাও সবার জানা। কেউ বলবেন আমি হিন্দু, কেউ বলবেন আমি মুসলিম- ইসলাম আমার ধর্ম আবার কেউ খ্রীষ্ঠান বৌদ্ধ ইত্যাদি। তবে এটা তো বলতে দ্বিধা নেই যে, সব ধর্মই দেহ ও মনের মধ্যে একাত্ববাদ, এক ইশ্বর বা আল্লাহ বা ভগাবানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, ইহকাল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস, জীবনে যে কয়দিন বেঁচে থাকা যায় সেই কদিন সৎ পথে, সৎ কর্মে বাঁচব, অন্যের ক্ষতি করব না, ব্যাবহারে কথা বার্তায় এমন কিছু করবো না যাতে কেউ আমার ব্যাবহারে দুঃখ কষ্ট আঘাত পায়। পবিত্র কোরআন শরীফও বলে- লাকুম দ্বিনীকুম অলাইয়াদ্দীন। তোমার ধর্ম তোমার কাছে , অন্যের ধর্মও তার কাছে। তবে বলতে গিয়ে- ভাবতে গিয়ে খুব খারাপ লাগে যে, যখন দেখি ধর্ম ও ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের বুকে আঘাত হানে। মানুষ মানুষে ধর্ম ও ধর্মস্থানে আঘাত হানে। আমার বাবরি মসজিদ, আমার জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে যা হলো তা ইতিহাস

উপলব্ধি

হয়ে থাকবে। এবং একজন সাধারণ মুসলিম হয়ে আমার মসজিদে যখন কেউ আঘাত হানে, "সত্য - তথ্য - প্রমানের থেকে আবেগ ও বিশ্বাস (অন্ধ বিশ্বাস) বড় হয়ে দাঁড়ায় আর অন্যের ধর্মস্থানে আঘাত করা সহজ হয় "তখন তা মানতে বড় কষ্ট হয়। কারোর নির্দেশে (সেই নির্দেশ কতটা সত্যের উপর কে জানে?) কেউ যখন দখল করে নেয় তখন আমরা কি আর করতে পারি? মহান করুনাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে মাথা নত করে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কি করার আছে? কাকে বলব? কার কাছে কাঁদব? কার কাছে চাইব ন্যায় বিচার। ইহ কালে কে দেবে সত্য আর সত্যের উপর হক আদায় করে? বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের উপর অত্যাচার, অবিচার, নির্বিচারে শিশুদেরও হত্যা, একটার পর একটা মসজিদে আঘাত। এ আঘাত আমার মসজিদে নয়, এ আঘাত শতকোটি মুসলামনের হৃদয় পিঞ্জরে। সে কথাই বা কাকে বলি? আজ চোখের সামনে দেখলাম, বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী, আবার মালদার আদিনা তারপর..। এরপর কত দেখতে হবে? কারোর জমি জায়গা জোড় করে দখল করা যেমন বে-আইনী, সেখানে ধর্ম ও ধার্মিকের উপর আঘাত করে জোড় করে ধর্মস্থানে আঘাত করা কতটা ধার্মিকের পরিচয় দেয়? অন্যের ধর্মস্থানে আঘাত করে নিজের ধর্ম ও ধর্মাচারন করা কি প্রকৃতপক্ষে একজন সৎ ধার্মিকের পরিচয় হতে পারে? না, আমার ইসলাম ধর্ম - আমার কোরাণ - আমার নবী পরধর্মে - ধর্মস্থানে আঘাত করতে শেখায় না। যদি করতে শেখাতো, তাহলে এই ভারত বর্ষে মোঘল সামাজ্য পৌনে এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিলো, এই দীর্ঘ সময়কালে আমার অ- মুসলিম বন্ধু ধর্মাবলম্বী দের একটাও ধর্মস্থান থাকতো না। হায়রে আমার মাতৃভূমি!
আমার জন্ম স্থানে আজ আমার মসজিদে আঘাত? আমার ধর্মে - ধর্মস্থানে যে আঘাত হবে সেটা আমাদের অশ্রুশিক্ত চোখের জলে ভাবতে - ভাবাতে বড় কষ্ট হয়। যে কষ্ট শুধু বলতে হয় আমার মহান করুনাময় কেই। তিনি ছাড়া আর কে শুনবে আমাদের কান্না?
(মতামত লেখকরে ব্যক্তিগত)

রাত দুপুরের গল্প

সিরাজুল ইসলাম ঢালী

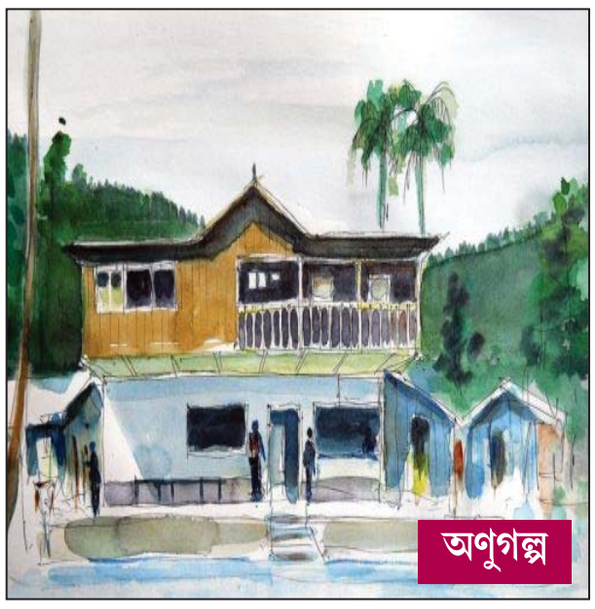

শনিবারের রাত দুপুরে মি: ঘোষ ভর্তি হলেন ড্রিম লাইফ নার্সিং হোমে । ডক্টর নীল দত্ত মি: ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার বুকে পেটে এসব বিশ্রী অবস্থা কে করলেন ?" জবাবে মি: ঘোষ যা বলেছিলেন, সেটাই আজকের একটা ছোট গল্পই হয়ে উঠল । দারুণ গল্প ! চলুন গল্পটা আপনাদেরকে বলি । মন দিয়ে পড়ুন । আশা করি, ভালো লাগবেই ।
পাশের ঘরে মাস খানেকের বিয়েওয়ালা মেয়ে ও জামাই । ডিনার শেষে সাধারণ আলাপ আলোচনা ও গল্পের পরে মেয়ে জামাই শুয়ে পড়লেন । উভয়েই কাঁচা মাংস রক্তের আস্বাদনে মশগুল ! তার বর্ণ গন্ধ পাওয়া না গেলেও শক্তপোক্ত শাল ও সেগুন কাঠের মনোরম নক্সী খাট পালঙ্কের উপরে নবদম্পতির আদিম কর্মকাণ্ডের মৃদুমন্দ আওয়াজ মিসেস্ রসবতী ঘোষের কর্ণকুহরে ভেসে আসছিল । অস্বীকার করা যাবে না । ফলে অন্যান্য রাতের মত মিসেস্ ঘোষের চোখে ঘুমও আসছিল না । বরং চোখে মুখে প্রেম প্রেম ভাবের উদয় হতে লাগল । হৃদয়ে অদ্ভুত একটা ভালোবাসা ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হতে লাগল । মি: ঘোষের সঙ্গে ঐ মুহূর্তে একটু আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার জন্য মনপ্রাণ যেন পাকাপোক্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করল । মিসেস্ ঘোষ শুয়ে শুয়েই একটু মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দিনরাত তোমার কাজ আর কাজ, মানে ঐ যে তোমার বিজনেস্ নিয়েই তো পড়ে থাকো । রাতেও প্রতিদিন খেয়েদেয়ে ঘুমানোর নাম গন্ধ করো না । কি ব্যাপার একটু বলবে ? এসো এখন, পাশে শুয়ে পড়ো তো দেখি ।" মি: ঘোষ স্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, "একদম, এক্ষুনি শুয়ে পড়ছি । আজ একটু ক্লান্ত, রাত জেগে লাভ তো হবেই না, বরং ক্ষতিই হবে ।" যথারীতি স্বামী স্ত্রীর পাশে শুয়েই পড়লেন । তারপরে মিসেস্ ঘোষ যৎপরোনাস্তি যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে মেতে উঠলেন । ক্লান্তি ভুলে বয়স ভুলে মি: ঘোষও স্ত্রীকে তৃপ্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলেন । কিন্তু বিফল হলেন, দু এক মিনিটেই খেলা শেষ করে স্ত্রীর নিকট পরাজিত হলেন । উপরন্তু স্ত্রী আবেগে উন্মত্ত হয়ে ক্ষোভ বশত: স্বামীর বুকে পেটে দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন । রক্তাক্ত হলেন মি: ঘোষ । অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণায় মি: ঘোষ অসুস্থ হয়ে অনতিবিলম্বে ঐ রাতে বাড়ির পার্শ্বস্থ 'ড্রিম লাইফ নার্সিং হোমে' ভর্তি হলেন...।

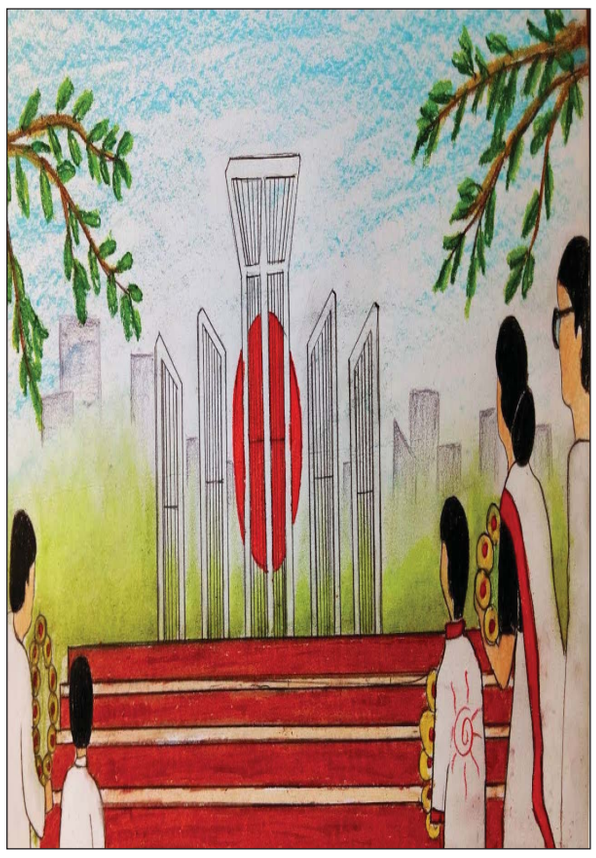

একুশ স্মরণে

হাবিবুর রহমান

একুশের লাল রক্তে
গড়েছে ঐক্যতান।
জাত ধর্ম গোষ্ঠী নয়, ভাষার হল জয়গান।
দ্বি-জাতি তত্ত্ব খণ্ডিত করেছে জননী জন্মভূমি,
সফল হয়নি তাদের মনস্কাম।
ধর্মের - আফিন খাইয়ে হয়নি সফলকাম।
ছিনিয়ে নিতে পারেনি বাঙালির ভাষা।
লোকে বলে, ভেতো বাঙালি, বুদ্ধিতে সর্বনাশা
কিন্তু মেরুদন্ড ভীষণ খাড়া ।
তার প্রমাণ মিলল ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল।
শাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে,
রাইফেল গুলির তোয়াক্কা না করে,
গোটা পূর্ব পাকিস্থান উত্তাল।
স্লোগান, আন্দোলন আর হরতালে,
গরিষ্ঠের ভাষা মাতৃ ভাষার স্বীকৃতিতে আন্দোলন,
সেনার বুলেট কেড়ে নিল পাঁচ পাঁচ পাঁচটা তাজা প্রাণ।
শুরু হলো অত্যাচার ধরপাকড়,আনরেস্ট।
অনেক রক্ত নদী পেরিয়ে
স্বপ্ন সত্যি - স্বাধীন বাংলা দেশ।
বিশ্ব দেখল, একই খন্ড,একই দেশ, একই ভাষা-
রাষ্ট্রনেতা থেকে আমজনতা।
বার্থ হয়নি সালাম বরকত শফিক রফিকের আত্মবলিদান।
রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাই মেনেছে ২১শের অবদান।
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস, কম নয় এই সম্মান।
সাবাস বাঙালি, বাংলাভাষা তোমাকে অনেক অনেক সেলাম।

ছড়া-ছড়ি

মধুর ভাষা

আসগার আলি মণ্ডল

'মা' ভাষাটা বড়ই মধুর
চিত্তে যোগায় আশা
রিক্ত জীবন পূর্ণ করে
জাগায় ভালোবাসা।
'মা' ভাষাটা কেউবা ভুলে
ডাকেন মাম্মি বলে
বাংলাটাকে ইচ্ছে করেই
দিচ্ছে রসাতলে।
জগৎ শ্রেষ্ঠ এই ভাষাটাই
রাখতে আপন করে
আব্দুল,সালাম,বরকত,রফিক
অকালে গেল ঝরে।
বাউল-সাধক লালন ফকির
বাংলা ভালোবেসে
গান বেঁধেছেন দুঃখ-সুখের
নয় নয় একপেশে।

শিক্ষার দাবানল

মোহাম্মদ ওয়াসিম

তুমি তোমার দাবানলের ঘষায়
বয়স টাকে দিলে বুড়ো করে,
এই দেশেতে চাকরিহীন পুরুষ
স্লোগানে ডাক দিয়েছে রাস্তার মোড়ে।
"অগ্নি শিক্ষার চাকরি চাই একটা"
শিক্ষার ডিগ্রি আকাশ ছুঁয়ে
মাটিতে পরে গেলো
রক্তের শরীর জলে মিশে
কারাগারে বন্দি হলো ।
কত বছর হয়ে গেল
অন্ধকারাচ্ছন্নতে ডুবে থাকা
শিক্ষার নামে বিদ্রুপ ঘটছে
কর্মক্ষেত্রের বদনামে আঁকা।

ধর্মযুদ্ধ

নিপু বিশ্বাস গোলদার

আরে কেনো করো ধর্মযুদ্ধ
আরে কেনো করো হানাহানি।
পৃথিবীর বুকে যখন সৃষ্টি
হয়েছিল মানুষ
তখন সে কি জানতো
সে হিন্দু না মুসলিম
আরে কেনো করো ধর্মযুদ্ধ
কেনো করো হানাহানি।
আমরা সবাই একই মানুষ
এসেছি পৃথিবীর বুকে
হাসবো খেলবো ঘুরবো ফিরবো
করবো না হানাহানি।
আরে কেনো করো তোমরা ধর্মযুদ্ধ
কেনো করো হানা হানি।
এসো আজ শপথ করি
এসো আজ গান যে ধরি
আমরা তো নই হিন্দু নই মুসলিম
আমরা তো ভাই ভাই
আমরা তাই গান গাই
আরে কেনো করো তোমরা
ধর্মযুদ্ধ
আরে কেনো করো হানাহানি।

রংধনু

আতিক এ রহিম

বৃষ্টির পরে রংধনুটা
জাগছে আকাশ পানে
পাড়ার সব ছেলেরা
সুর ধরেছে গানে
চেয়ে দেখ পূব আকাশে
ভাসছে সাতটি রঙে
নীল আকাশে ওড়াই ঘুড়ি
এই আমাদের বঙে
রংধনুর সাতটা রঙ
ফুটে রঙের বাহার
সবাই আমরা আশায় আছি
রংধনুটা দেখার।

ক্রমবিবর্তন

শীলা সোম

হায় বাঙালী, মর্মে মরিস, হয়ে বঙ্গসন্তান,
বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকে না বুঝি মান।
গুড মর্নিং বলতে ভালো সুপ্রভাত নয় মোটে,
সুপ্রভাত শুনলে ভাবে, ভেতো বাঙালীই বটে!
কোট, প্যান্ট, টাই, শার্ট, জিনসে ঢাকা সারা দেহ,
বাঙালী বলে তাদের আর চিনতে পারে না কেহ।
বিদেশীয়ানা রপ্ত করতে মরীয়া তারা আজ,
বাঙালী বলে পরিচয় দিতে অনেকে পায় লাজ।
ভুলেছে সবাই রবীন্দ্র নাথ, ভুলেছে নজরুল,
বিদেশী সাহিত্যের ঝোঁকে তারা সব মশগুল।
কোথ বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, বাংলার লেখনীকার!
অন্ধকারেই রয়েছেন তাঁরা খুঁজে পাব কি আর?
বঙ্গ সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে, এখন আর কোথায়?
ডিস্কো ড্যান্সের আসর বসে পাড়া হতে পাড়ায়।
সর্ষে ইলিশ, মালাই কারি কে আর তোলে মুখে?
চাউমিন আর ইডলি, ধোসায় আছে তারা সুখে।
ল্যাংচা, মিহিদানা, সরপুরিয়া কমেছে যে দর,
হরেক রকম কেক, বার্গার, জমায় আসর।
নেই হাডুডু, কবাডি, খো-খো ফুটবলের দল,
বিদেশী খেলা রপ্ত করে খুশীতে ঝলমল।
হারিয়ে গেছে বাংলা গান, নেই যে আর শ্রোতা,
হিন্দী গানেই আসর মাতায় আজ ও হেথা হোথা।
বাংলা আজ যে অবলুপ্ত, এই বঙ্গ মাঝার,
শুনব কবে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব নেই আর ।।

.....

অপরিচিত

রমি রেজা

দখিনের দুয়ারে এসেছে আজ উৎসবরাজ বসন্তরে।
নীলাভ রঙের উত্তরীয় পরে,
বসে আছে সে ধুলো মাখা- পথের কিনারে।
আসক্তির শুকনো পাতা- বারবার খসে পড়ে,
আবারো তা জোড়া লাগে,
তার উতলা উচাটন মনে।
নবপল্লব ভরে ওঠে শুকনো- বসন্তের ডালে,
আনমনা মনে তার জেগে উঠে শত শত বিক্ষিপ্ত স্বপ্নরে।
ভগ্ন স্বপ্নগুলো পাড়ি দেয়- গোধূলির আবিরে,
ভাঙ্গা তরণীখানা পড়ে থাকে- তটের কিনারে।
উন্মত্ত যৌবন নেমে আসে,
কৃষ্ণপক্ষের কালো- অন্ধকারের পথ দিয়ে।
'না তো কিছুই হয়নি- আমার'বলেছিলে তুমি,
হয়েছিল তোমার অনেক খানি
কিন্তু কিছুই আমায় বলনি।
বসন্তের আকাশে জমে ওঠা কালো মেঘে,
তোমার সেই ম্লান হাসির বেগে,
তারপর অপরিচিত হলাম- আমরা পরস্পরে।

‘বিশেষ’ লিগ কাপ জয়ের অপেক্ষায় লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলে নিজের শেষ মৌসুম পার করছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। কদিন আগেই জার্মান এই কোচ জানিয়ে দিয়েছেন, মৌসুম শেষে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে তিনি আর থাকছেন না। লিভারপুলের হয়ে এর মধ্যে সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতেছেন ক্লপ। তবে শেষ মৌসুমটাও ট্রফিতে রাঙানোর সুযোগ আছে তাঁর।
লিভারপুলের সুযোগ আছে এ মৌসুমে সম্ভাব্য চার শিরোপার (প্রিমিয়ার লিগ, ইউরোপা লিগ, লিগ কাপ ও এফএ কাপ) সবগুলো জেতার। যার প্রথমটি ক্লপ হাতে তুলতে পারেন আগামীকাল রাতেই। লিগ কাপ ফাইনালে চেলসিকে হারালে নিশ্চিত হবে এই মৌসুমে লিভারপুলের প্রথম শিরোপা জয়। চলতি মৌসুমে ক্লপকে বিদায়ী উপহার দিতেই শিরোপাগুলো জিততে চান লিভারপুলের খেলোয়াড়েরা। যে কারণে এবারের লিগ কাপও তাঁদের জন্য ‘বিশেষ’ কিছু বলে জানিয়েছেন লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক।
ওয়েম্বলিতে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ফন ডাইক বলেছেন, ‘আমরা চাই দিনটাকে বিশেষ করে রাখতে এবং মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিততে। মৌসুম শেষে কোচসহ বেশ কজন মানুষের জন্য আমরা আবেগপ্রবণ হব। যদিও এখনো আমরা সেখানে পৌঁছাইনি।’
ক্লপের সহকারী পেপ লিন্ডার্সের কণ্ঠেও শোনা গেল একই সুর। ক্লপের জন্য দিনটা স্মরণীয় করে রাখতে তিনি বলেছেন, ‘আমরা জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব। এটা বিশেষ ম্যাচ। বিশেষ ম্যাচে বিশেষ পারফরম্যান্স প্রয়োজন, আমরা সেটা নিয়েই মনোযোগী।’
ক্লপের বিদায় ঘোষণার পর অনেকের ধারণা ছিল, দলটি হয়তো মনোযোগ হারাবে। যদিও এখন পর্যন্ত তেমন কিছু দেখা যায়নি। ২৫ ম্যাচ শেষে প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তারা। সব মিলিয়ে শেষ ৬ ম্যাচের ৫টিতেই জিতেছে লিভারপুল। এ ম্যাচগুলোয় গোলও করেছে ২১টি। খেলোয়াড়দের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী লিন্ডার্স বলেছেন, ‘আমরা মনে হয়, আপনারা আমাদের স্কোয়াডকে খাটো করে দেখছেন। এই ছেলেদের অনেকে লিভারপুলের হয়ে এখনো কিছু জিততে পারেনি। এর ফলে কোচ বিদায় ঘোষণার পরও তারা সবকিছু জেতার জন্য মরিয়া হয়ে থাকবে। এটা মোকাবিলা করার মতো স্থিরতা আমাদের আছে।’

ক্যারাটে নিয়ে বর্ধমান ক্যারাটে সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার ক্যারাটে খেলোয়াড় এবং কোচদের টেকনিকেল উন্নতির জন্য আয়োজিত আসন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে জানাতে বর্ধমান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ ২৪.০২.২০২৪ তারিখে বি সি রোডের ওপর অবস্থিত গঙ্গা কমপ্লেক্সের সঙ্গম ম্যারেজ হলে হয়ে গেল একটি সাংবাদিক সম্মেলন।
এই প্রথমবার, পূর্ব বর্ধমান জেলাতে রেফারি সেমিনার করাতে আসছেন ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি হানসি প্রেমজিত সেন। এই রেফারি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ৩০ শে মার্চ ২০২৪ তারিখে বিসি রোডের ওপর অবস্থিত সঙ্গম ম্যারেজ হলে।
হানসি প্রেমজিত সেন হলেন ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর সভাপতি এবং ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি।
তিনি ৩১ শে মার্চ ২০২৪ তারিখে অরবিন্দ স্টেডিয়ামে ক্যারাটে প্রশিক্ষার্থীদের জন্য একটি অ্যাডভান্স ক্যারাটে ট্রেনিং ক্যাম্পও করাবেন।
হানসি প্রেমজিত সেন বিগত বছরে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হওয়া ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষ রেফারি হিসাবে ব্রোঞ্জ পিন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কোচ হিসাবে তিনি অসংখ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মেডেলিস্ট তৈরি করেছেন। তিনি হলেন বাংলার একমাত্র কোচ যার কোচিংয়ে ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ইউথ লিগে দুজন পদকলাভ করেছে।
এছাড়া ৫ম পূর্ব বর্ধমান জেলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ আগামী ১০ই মার্চ ২০২৪ তারিখে বর্ধমানের শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে। এটি হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট এবং রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতার জন্য বাছাইপর্ব।
জেলা ক্যারাটে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রেনসি দেবাশীষ কুমার মন্ডল বলেন, “এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা ক্যারাটের ইতিহাসে। বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির কাছ থেকে আন্তর্জাতিক মানের ক্যারাটে সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ জেলার সকল খেলোয়াড়, কোচ ও জাজদের কাছে।
হানসি প্রেমজিত সেন দ্বারা পরিচালিত রেফারি সেমিনার ও অ্যাডভান্স ক্যারাটে ট্রেনিং ক্যাম্প আগামীদিনে পূর্ব বর্ধমান জেলা ক্যারাটের মান নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি করবে বলে আমরা আশাবাদী।”

রাঁচিতে ইংলিশ স্পিনে অস্বস্তির মুখে ভারত

আপনজন ডেস্ক: জেএসসিএ স্টেডিয়ামে ৭ উইকেটে ৩০২ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল ইংল্যান্ড। আজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সকালের সেশনে মাত্র ১৪.৫ ওভার টিকেছে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। জো রুট ১২২ রানে এক প্রান্ত আগলে রাখলেও ৩৫৩ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড।
এরপর ভারত নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ২১৯ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। ক্রিজে অপরাজিত ধ্রুব জুরেল (৩০*) ও কুলদীপ যাদব (১৭*)। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ১৩৪ রানে পিছিয়ে ভারত।
মধ্যাহ্নভোজনে যাওয়ার আগে ১০ ওভার ব্যাট করেছে ভারত (৩৪/১)। এ সময় শুধু রোহিত শর্মাকে তুলে নিতে পেরেছে ইংল্যান্ড। অফ স্টাম্পের বাইরে ভালো চ্যানেল ধরে বোলিংয়ের পুরস্কার হিসেবে রোহিতের উইকেটটি তুলে নেন জেমস অ্যান্ডারসন। ডিফেন্সিভ পুশ করতে গিয়ে উইকেটকিপার বেন ফোকসকে ক্যাচ দেন ভারত অধিনায়ক। দলের সংগ্রহ তখন মাত্র ৪ রান। এরপরই ভারত দ্বিতীয় দিনে সবচেয়ে বড় জুটিটি পেয়েছে দুই তরুণ ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে। তৃতীয় উইকেটে ১৩১ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন শুবমান গিল ও যশস্বী জয়সোয়াল। রাঁচির এই উইকেট আজ দ্বিতীয় দিনেই বেশ ফেটেছে। ইংল্যান্ডের স্পিনাররাও বাঁক পেয়েছেন দ্বিতীয় সেশন থেকে। এই সেশনে ইংল্যান্ড যে ৩টি উইকেট পেয়েছে, তার সব কটিই ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা অফ স্পিনার শোয়েব বশিরের। ৩৮ রান করা গিলকে তুলে নিয়েছেন এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে (২৪.১ ওভার)। ঠিক ১০ ওভার পরই (৩৪.৩ ওভার) আবারও আঘাত হানেন বশির। এবার তাঁর শিকার রজত পাতিদার এবং আউট সেই এলবিডব্লুই!
অফ স্পিনার হয়ে দুজন ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেছেন—এখান থেকে বুঝে নেওয়া যায়, বয়স কম হলেও মাথা খাঁটিয়ে জায়গামতো বল করতে জানেন বশির। আর সেই সুবাদে নিজের তৃতীয় উইকেটটি পেয়েছেন এক ওভার পরই। উচ্চতাকে ব্যবহার করে ভালো লেংথে টপ স্পিন মেরেছিলেন বশির। রবীন্দ্র জাদেজা বলটি রক্ষণাত্মকভাবে খেললেও সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওলি পোপের হাতে জমা পড়ে বল। ক্যাচ আউট!
দ্বিতীয় সেশনে ৯৭ রান তোলার বিপরীতে ৩ উইকেট হারিয়েছে ভারত। উইকেট সহায়তা করায় এই সেশনে বশিরকে এক প্রান্ত থেকে টানা বোলিং করিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। এ সেশনে তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ১৪-২-৩১-৩। প্রথম সেশনে ১ ওভার বল করে ১ রান দিয়েছিলেন। চা-বিরতিতে যাওয়ার আগে ভারতের স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ১৩১। ক্রিজে অপরাজিত আগের টেস্টেই অভিষিক্ত দুই তরুণ জয়সোয়াল ও সরফরাজ। বিশাখাপট্টনম ও রাজকোটে টানা দুই ম্যাচে ‘ডাবল সেঞ্চুরি’ পাওয়া জয়সোয়াল ভারতের এই ইনিংসেও বহুদূর এগোনোর চাবিকাঠি হয়ে ছিলেন।
উইকেটে দ্বিতীয় দিনেই বাঁক ধরছে বলে, অর্থাৎ টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে অপেক্ষা করছে ‘মাইনফিল্ড’—তাই যতটা বেশি রান করে নেওয়ার প্রথম ইনিংসেই করতে হবে ভারতকে। সে জন্য ৭৩ রানে অপরাজিত থাকা জয়সোয়ালে তাকিয়ে ছিল স্বাগতিকেরা। কিন্তু চা-বিরতির পর শেষ সেশনে জয়সোয়ালকে বোল্ড করে ইংল্যান্ডের ‘মাথাব্যথা’র উৎপাটন করেন বশির। তাতে অবশ্য রাঁচির উইকেটের অদ্ভুত আচরণের ‘অবদান’ও আছে। এই সেশনে স্পিনারদের বল যতটা বাঁক পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি ভয়ংকরভাবে কয়েকটি ডেলিভারি নিচে নেমেছে। বল ওঠেনি। বশিরের এমন এক বলেই আউট হয়েছেন জয়সোয়াল। ১৪ রান করা সরফরাজ এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে তুলে নেন ইংল্যান্ডের আরেক স্পিনার টম হার্টলি।
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান রুট ও ওলি রবিনসন আজও জমাট শুরু করেছিলেন। তাঁদের জুটি ১০২ রানে পৌঁছানোর পর জাদেজার শিকার হন ৫৮ রান করা রবিনসন। অলআউট হওয়ার আগে সকালের সেশনে ৫১ রান যোগ করতে পেরেছে ইংল্যান্ড। শেষ ৩টি উইকেট তারা হারিয়েছে ৬ রানে,

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ১০৪.৫ ওভারে ৩৫৩ (রুট ১২২*, রবিনসন ৫৮, ফোকস ৪৭,ক্রলি ৪২, বেয়ারস্টো ৩৮; জাদেজা ৪/৬৭, আকাশ ৩/৮৩, সিরাজ ২/৭৮, অশ্বিন ১/৮৩) ভারত ১ম ইনিংস: ৭৩ ওভারে ২১৯/৭ (জয়সোয়াল ৭৩, গিল ৩৮, জুরেল ৩০*, রজত ১৭, সরফরাজ ১৪, কুলদীপ ১৭*, জাদেজা ১২; বশির ৪/৮৪, হার্টলি ২/৪৭, অ্যান্ডারসন ১/৩৬)।—দ্বিতীয় দিন শেষে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টিকিটের চাহিদা ২০০ গুণ বেশি

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়। এই ম্যাচে টিকিটের চাহিদাও থাকে অন্য যেকোনো ম্যাচের তুলনায় বেশি। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে বসে দেখতে টিকিটের জন্য এরই মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।
আগামী ১ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। গতকাল টুর্নামেন্টের ১০০ দিন বাকি থাকতে ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হয়েছিল আরও আগে। সবচেয়ে অর্থকরী ম্যাচ হওয়ায় আইসিসি বেশির ভাগ সময় ভারত-পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখে। রেখেছে এবারও।
আগামী ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। এই ভেন্যুর দর্শক ধারণক্ষমতা ৩৪ হাজার হলেও টিকিটের জন্য এর চেয়ে ২০০ গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি।
এবার পাবলিক ব্যালটের মাধ্যমে অগ্রিম টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল আইসিসি। সেখানে ১৬১টি দেশের ৩০ লাখ মানুষ আবেদন করেন। অবিক্রীত টিকিট কেনার শেষ দিন ছিল গত পরশু, অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্ষণগণনা শুরুর দিন। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন ভেন্যুতে হতে চলা ১৬ ম্যাচের মধ্যে ৯টিরই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।
স্বাভাবিকভাবেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি।
নিউইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য তিন ক্যাটাগরির অগ্রিম টিকিট ছেড়েছিল আইসিসি। স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরির টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১৭৫ মার্কিন ডলার (১৯ হাজার ২০০ টাকা), স্ট্যান্ডার্ড প্লাস টিকিটের দাম ৩০০ ডলার (৩২ হাজার ৯০০ টাকা) এবং প্রিমিয়াম টিকিটের দাম ৪০০ ডলার (৪৩ হাজার ৯০০ টাকা)।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের এমন উন্মাদনায় বেশ সন্তুষ্ট আইসিসি। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী ব্রেট জোন্স বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান এমনটি একটি ম্যাচ, যা নিয়ে সবার তুমুল আগ্রহ থাকে। দল দুটি যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে আসছে, এটা খুবই আনন্দের। টিকিটের জন্য মানুষের এই আগ্রহ চমৎকার ব্যাপার। ব্যালট-প্রক্রিয়াতে দেখেছি, টিকিটের বিশাল চাহিদা ছিল। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা তাদের আঙিনায় (যুক্তরাষ্ট্রে) খেলতে আসছে। আমার মনে হয়, এখানকার মানুষ ব্যাপারটা এরই মধ্যে উদ্‌যাপন করতে শুরু করেছে।’

চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন। তবু মাঠের বাইরে সময়টা খারাপ কাটছে না মোহাম্মদ শামির। টাইমস অব ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডে ২০২৩ সালের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন শামি। পুরস্কার নিচ্ছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে।

ধর্ষণ মামলায় আলভেজের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে তোপের মুখে নেইমার

আপনজন ডেস্ক: ধর্ষণের অভিযোগে আদালত দানি আলভেজের সাজার রায় ঘোষণার আগে স্পেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গিয়েছিল, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৯ বছরের জেলও হতে পারে ব্রাজিলিয়ান তারকার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আদালত আলভেজকে সাড়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে। এই অর্থ ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএলের দাবি, ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়ে সাজার পরিমাণ কমিয়েছেন আলভেজ। আর না হলে তাঁর কারাদণ্ডের শাস্তিটা আরও বেশিই হতো। সংবাদমাধ্যমটি এ-ও দাবি করেছে যে আলভেজের জরিমানার পুরো অর্থেরই জোগান দিয়েছে নেইমারের পরিবার। এমন একজন অপরাধীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করায় নেইমারকে ধুয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলের ওয়ার্কাস পার্টির প্রেসিডেন্ট গ্লেইসি হফম্যান।
আদালত আলভেজকে সাড়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পর ব্রাজিলের মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী চিদা গনকালভেস স্পোর্ট পত্রিকাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এমন নৃশংস অপরাধের জন্য শাস্তিটা খুব কম হয়ে গেছে।’
আলভেজের শাস্তি কমাতে জরিমানার অর্থ দিয়ে সাহায্য করা তাঁর ব্রাজিল ও বার্সেলোনা দলের সাবেক সতীর্থ নেইমারের কড়া সমালোচনা করেছেন হফম্যান।
ফুটবল এস্পানা পত্রিকাকে হফম্যান বলেছেন, ‘ধর্ষক দানি আলভেজের শাস্তিটা অনুকরণীয়। এটা দেখিয়েছে, সমাজ যৌন হেনস্তাকারী আর নারীবিদ্বেষীদের বরদাস্ত করে না।’
হফম্যান এরপর যোগ করেন, ‘অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে সে অর্থ ধার করেছে নেইমারের কাছ থেকে। সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে শাস্তি কমিয়েছে, যা কিনা ভুক্তভোগীর সমস্যার সমাধান করবে না। এটা তাদের যন্ত্রণাও লাঘব করতে পারবে না।’
ধারণা করা হচ্ছে, আলভেজ এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। সেই আপিলের রায় কী হবে, তা পরেই জানা যাবে। স্পেনে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাধারণত ৪ থেকে ১৫ বছরের জেল হয়। সেদিক থেকে আলভেজ সর্বনিম্ন সাজাই পেয়েছেন।

খেলার মাঠে ক্রিকেটারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: খেলতে নেমে মৃত্যুর ঘটনা একেবারে কম নয়। ক্রিকেট-ফুটবলসহ একাধিক খেলাধুলায় এমন উদাহরণ আছে। এবার তেমন আরেকটি ঘটনার সাক্ষী হলো ক্রীড়াঙ্গন। ক্রিকেট মাঠে মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতীয় এক ক্রিকেটার।
ম্যাচ শেষে মাঠ ছাড়ার সময় শুরুতে জ্ঞান হারান, এরপর পরলোকগমন করেন ওয়াইসি হোইসালা। বেঙ্গালুরুতে এক টুর্নামেন্ট চলাকালীন ঘটেছে এই ঘটনাটি। ম্যাচ শেষে যখন দুই

দলের ক্রিকেটাররা সাজঘরে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, সেই সময় মাঠেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। হঠাৎ করেই মাঠে জ্ঞান হারান ওয়াইসি হোইসালা।
সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে ছুটে আসেন সকলেই। মাঠেই তাকে সিপিআর দেওয়া হয়। তবে কোনো রকম চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি।
পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তবে ডাক্তাররা জানান, পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয় হোইসালার। ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্ণাটকের হয়ে খেলতেন হোইসালা। কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগেও নিয়মিত খেলতে দেখা গেছে তাকে।

লা লিগা: হেতাফেকে উড়িয়ে দুইয়ে উঠল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৪ : ০ হেতাফে
কয়েক সপ্তাহ ধরেই লা লিগায় শিরোপার মূল লড়াইটা চলছে রিয়াল মাদ্রিদ ও জিরোনার মধ্যে। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা ঘোরাঘুরি করছিল তৃতীয়-চতুর্থ স্থানের মধ্যে। তবে বার্সার সম্ভাবনা যে এখনই উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই, সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে জাভি হার্নান্দেজের দল।
আজ নিজেদের মাঠে হেতাফেকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এ জয়ে জিরোনাকে টপকে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে গেছে বার্সা। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমে এসেছে ৫ পয়েন্টে। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় ছিল বার্সেলোনা। যদিও প্রথমার্ধে গোল এসেছে মাত্র ১টিই। ২০ মিনিটে জুলস কুন্দে এক হেতাফে ডিফেন্ডারের মাথার ওপর বল বাড়ান রাফিনিয়ার দিকে। যা জালে জড়িয়ে ব্যবধান ১-০ করেন এই ব্রাজিলিয়ান।
প্রথমার্ধে স্কোরলাইন আরও বাড়ানোর সুযোগ ছিল বার্সার। কিন্তু জোয়াও ফেলিক্স, রবার্ট লেভানডফস্কি আর ইলকায় গুন্দোয়ানরা সেসব কাজে লাগাতে পারেননি। বিরতির পর ৫০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেলিক্স। ক্রিস্টেনসেনের বাড়ানো বলে শুধু পা ছুঁয়েছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**